OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 119 - 145
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় নদী তীরবর্তী জনজীবন : প্রসঙ্গ শ্রেণিসংগ্রাম

কবির আহমেদ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Email ID : kahmed14322@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Class struggle, Bengal, Riverbanks, Poetry, Humanity, Lower class, Social conflicts, Caste, Folk culture, Literature.

Abstract
Mohammad Rafiq (1943-2023) is a renowned poet of the sixties decade. He achieved excellence and honour in life through his poetry. His poetry has shown an absolute loyalty to the people who lead their lives close to the soil, and extraordinary compassion for the people who live their lives on the banks of the river. Just as the reality of soil, man and land within the multidimensional structure of nature is revealed in his poetry, so is the map of the uprooted people. The various perspectives regarding the similarity and contrast of life and nature, the analysis of the primitive spirit of myth or mythology, the characteristics of folk life and art, the correlation between falling in love, separating and loving again in human life are reflected in Rafiq's poetry. The life story of the common people who work on the banks of the rivers are elemental to his poetry. The life of the struggling people living close to the soil, their struggle against deprivation, their suffering, lamentations, and their resistance against injustice have been portrayed in his poetry. He is a skilled storyteller of the lives of the exploited, oppressed, persecuted, and destitute people of rural Bengal. In the light of class struggle, Mohammad Rafiq has made this conflicting struggle and the hunger to exist within these hardworking people an artistic triumph in his poetry. The multidimensional images of class struggle have been given a close focus in his poetry. The unveiling of the nature of lived experience on the banks of the river in the light of class struggle is the focus of this article.

Discussion

ষাটের দশকের বেশিরভাগ কবির প্রবণতা যেখানে নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসের দ্বন্দ্বময় টানাপোড়েন, তাঁদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতাজনিত বিষাদ ও মনোজটিলতা উন্মোচন, সেখানে কবি মোহাম্মদ রফিক (১৯৪৩-২০২৩) নিমগ্ন ছিলেন গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরের শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মানুষের মানবেতর জীবন উপস্থাপনায়। মোহাম্মদ রফিকের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবিতায় নৈসর্গিক আবহে লালিত আধুনিক মানসচেতনার দৃষ্টান্তবাদী মনীষার প্রচ্ছাপ লক্ষ করা যায়। যেন, রফিক গাঁয়ে থেকে গাঁয়ের কাব্যবয়ান করেছেন, নৌকোর দৌড়াদৌড়ি অবলোকন করেছেন, কাব্যে রূপায়িত করেছেন নদীনির্ভর সংগ্রামী জীবনের ব্যস্ততা। বাংলার জল-মাটি ও সাধারণ মানুষের মুক্তিচেতনার শিল্পভাষ্য রফিকের কবিতা। মোহাম্মদ রফিক নদীতীরবর্তী গ্রামীণ জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। জল ও জলকেন্দ্রিক মানুষ তথা নদীতীরবর্তী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনালেখ্যকেই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস ও ব্রাত্য-প্রান্তিক জীবনকাঠামো নিয়ে কথাসাহিত্যে উত্তুঙ্গ শিল্পসিদ্ধির পর কবিতায় রফিকের প্রচেষ্টা নান্দনিক একইসঙ্গে নিরীক্ষাধর্মী। তাঁর কবিতায় অনেকটা বর্ণনাত্মক রীতিতে নদীতীরবর্তী শ্রমজীবী মানুষদের জীবনযাপন, সংস্কার, মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে বিরাট ক্যানভাসে। রফিকের কবিতায় শেকড়ের কাছাকাছি হবার প্রয়াস থেকে আবহমান বাংলার একান্ত নিজস্ব অনুষঙ্গ ব্যবহারের যে প্রবণতা তা নান্দনিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

যুগ যুগ ধরে মানুষের লালিত স্বপ্ন একটি সুষম, সুন্দর এবং সর্বসাধারণের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ। কিন্তু সমাজ শাসনের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ একভাগে শোষিত এবং অন্যভাগে শাসিত-এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। শাসকশ্রেণির যাবতীয় বিলাসিতার উৎস মূলত শাসিতদের শোষণ নিপীড়নের মধ্যেই নিহিত। সময়ের বিবর্তনে কেবল শাসনকাঠামোর ধরনটি পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু শোষণ-নিপীড়নের ধরনে কোনো রকমফের ঘটেনি। মার্কসীয় সাম্যবাদের একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে বলা হয়েছে যে এ যাবত বিদ্যমান সমস্ত সমাজের ইতিহাস শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস।[১] কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) বলতে চেয়েছেন যে সকল সমাজে শ্রেণিসংগ্রাম ছিল। ব্যক্তিমালিকানায় যখন থেকে উৎপাদনসম্পর্ক মূর্ত হয়েছে তখন থেকেই মানবসমাজ বিভক্ত হয়েছে শ্রেণিতে। উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দাসমালিকের অবয়ব তৈরি হয়েছে। শ্রেণিসংগ্রামই সামাজিক ইতিহাসের বিকাশের চালিকাশক্তি এবং ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তির ওপরই অবস্থান নিয়ে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে এবং সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। বলা যায় যে, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে। এঙ্গেলসও (১৮২০-১৮৯৫) বলেন যে, যেহেতু এক শ্রেণির দ্বারা অপর শ্রেণির শোষণ সভ্যতার ভিত্তি, সেজন্য এর সমগ্রবিকাশ অবিরাম বিরোধকণ্টকিত, একটি শ্রেণির প্রতিটি নতুন মুক্তির অর্থই এক শ্রেণির উপর নতুন উৎপীড়ন। শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। কার্ল মার্কস কথিত 'অবিরাম লড়াই' এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমে দাসদের নেতা স্পার্টাকাস-এর নেতৃত্বে এক লক্ষ অত্যাচারিত ক্রীতদাসদের বিদ্রোহে। ক্রীতদাস ও মালিকের মধ্যে সংঘটিত হয় চরম সংঘর্ষ। সামন্তযুগে অনেক স্থানে ভূস্বামী- সামন্ত প্রভুদের সাথে কৃষকদের সংঘর্ষ হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ইংল্যান্ডের টাইলারের বিদ্রোহ (১৪শ শতক), ফ্রান্সে জাকিরের বিদ্রোহ (১৪শ ও ১৫শ শতক), জার্মানীর কৃষকযুদ্ধ (১৬শ শতাব্দী), রাশিয়ার বোল্টজনিক ও রাজিনের সংগ্রাম (১৭শ শতক)। ভারতীয় উপমহাদেশে ও সুতাকলের শ্রমিক ধর্মঘট, ট্রাক-রেলশ্রমিক ধর্মঘট, কৃষকদের তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪২-১৯৪৮) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[২]

আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কোন শ্রেণি ছিল না। উৎপাদনের উপকরণ এবং হাতিয়ারগুলো সবই ছিল যৌথ মালিকানায় এবং উৎপাদিত সামগ্রীর ভোগ-দখল ছিল যৌথভিত্তিক। এরপর ধীরে ধীরে যখন উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ায় শ্রম-বিভাগের সূত্রপাত ঘটে তখন উৎপাদন ও ভোগদখলের সমষ্টিগত চারিত্র্য ক্ষুণ্ন হয় এবং ব্যক্তিগত দখলদারিত্ব প্রাধান্য লাভ করে। তখন অনিবার্যভাবেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের আত্মপ্রকাশ ঘটে। গোত্রের সম্পত্তির বিপরীতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির বিকাশ ঘটে তখন অর্থনৈতিক অসাম্য প্রকট রূপ লাভ করে। বিপরীত শ্রেণি ও শোষণের উৎপত্তিতে এই প্রক্রিয়া শেষ হয়। দাস মালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থার মূল প্রোথিত হওয়া ও আদিম কৌলিক ব্যবস্থাতে ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রেণিবিভক্তির উৎসারণ ঘটে এগুলোর বিপরীত অবস্থানই তীব্র শ্রেণিসংগ্রামের উৎস। যুগে যুগে পৃথিবীর অনেক চিন্তাশীল মনীষী একটি বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। অধিকারহীন, দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমতা প্রকাশ করে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার প্রতি এসব মনীষী অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন, তেমনি কখনো কখনো শোষিত জনগণকে নিপীড়নকারী অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন, দীক্ষা দিয়েছেন। পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোয় পুঁজিপতি শাসকশ্রেণির শোষণের হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করেছিলেন কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)। মার্কসীয় দর্শন এবং চিন্তা মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির ইতিহাসে পৃথিবীর সামূহিক মুক্তিকামী মানুষকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছে। শোষণহীন, শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ বিকাশের পূর্বতন মতবাদ, অভিজ্ঞতা, ধ্যান-ধারণা বিচার বিশ্লেষণ করে নবতর বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রণয়ন করেন মার্কস যা মার্কসবাদ নামে পরিচিত। মার্কসীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণির মানুষকে জাগিয়ে তোলা। মার্কসীয় দর্শন মতে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান মালিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে তখনই যখন শ্রমিকশ্রেণির জাগরণ তৈরি হবে। শ্রমিকের শ্রমে গড়ে ওঠে পুঁজিপতিদের সম্পদের পাহাড়, বিলাসিতার সাম্রাজ্য কিন্তু শ্রমিক জানে না যে তার শ্রম চুরিই করে পুঁজির মালিক হয় পুঁজিপতিরা, যে পুঁজির উৎপাদক শ্রমিকরা। পুঁজিবাদী সমাজবাস্তবতায় শ্রমিকদের এ সামাজে তাদের ভূমিকা উপলব্ধি-ই হলো শ্রেণিচেতনা। এই শ্রেণিচেতনা ব্যতীত শ্রমজীবী মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সমাজবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয়। শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগ্রত হবে যখন কেবল তখনই শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যদিয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, কৃষক-শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বাধীন যে সমাজব্যবস্থা জন্ম নেবে সেখানেই পাবে সাম্য ও স্বাধীনতার স্বরূপ।

যুগ যুগ ধরেই সংবেদনশীল, চিন্তাশীল কবি-শিল্পীর চিত্তলোক স্পর্শ করেছে, তাঁদের লেখনীর রসদ জুগিয়েছে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্তর্গত শ্রেণিদ্বন্দ্ব–শ্রেণিসংঘাত। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে টমাস মোর (১৪৭৮-১৫৩৫) এর *ইউটোপিয়া'* (১৫১৬), টমাস কম্পানালার (১৫৬৮-১৬৩৮) *সিটি অব দি সান* (১৬২৩), ফ্রান্সিস বেকনের *নিউ এ্যাটলান্টিস* (১৬২৭), জেমস হ্যারিংটনের *ওসিয়ানা* (১৬৫৬) প্রভৃতি গ্রন্থে। উনিশ শতকে ফ্রান্সে সেন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫), চার্লস ফরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭), ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) প্রমুখ মনীষী, চিন্তাবিদ প্রচলিত সমাজকে পুনর্গঠন, ধনী দারিদ্যের বৈষম্যের অবসান ও শোষণহীন একটি আদর্শের স্বপ্ন দেখেছেন। সমালোচক হাননান এ প্রসঙ্গে বলেন –

> "সমাজ জীবন থেকেই শিল্পীরা তাঁদের উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন। আর শ্রেণীদ্বন্দ্বে আর্কীণ সমাজ জীবন থেকে তাঁরা যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তাও শ্রেণীসংগ্রাম আশ্রিত হবে তাই তো স্বাভাবিক। তবে সাহিত্য আশ্রিত শ্রেণিসংগ্রাম রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের চেয়ে সম্ভবত আরো ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।"[৩]

আরেক সমালোচক বলেন –

> "মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণি ও সাহিত্যের সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছিন্ন। সমাজ-মানসের ভাষিক ও নান্দনিক প্রকাশই সাহিত্য। সমাজের বিভিন্ন স্তরে চলমান অবিরাম শ্রেণিসংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয় সমাজের গতিপ্রকৃতি। আর এ শ্রেণিসংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট শ্রেণিচেতনা যেমন সমাজ–প্রতিবেশকে প্রভাবিত করে ঠিক তেমনি এ শ্রেণিচেতনা থেকেই উন্মেষিত হয় সমাজ প্রগতির লক্ষণ।"[৪]

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কৌলীন্য প্রথা ও গোঁড়ামির কারণে লৌকিক অনার্যসংস্কৃতির ধারায় নিম্নশ্রেণির মানুষের অনবরত সাংগ্রামিক জীবন ও প্রতিষ্ঠা মধ্যযুগে রচিত কাব্যে বিদ্যমান। কৌলিন্য, বিলাসিতা ও আভিজাত্যের বাহ্যিক অন্তঃসারশূন্যতা ও ভণ্ডামির চিত্র চর্যাপদের কবিরাও এঁকেছেন অবলীলায় –

> "নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়ি
> আছোই ছোই যাইসো বামহন নাড়ি আ।"[৫]

মঙ্গলকাব্যে সামন্ত সমাজে দুর্বলদের উপর নায়েব-ডিহিদার-মহাজন প্রভৃতি সবলের-অত্যাচার-নিপীড়ন এবং দুর্বলদের প্রতিবাদ ও পরিত্রাণ-প্রার্থনা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চার শুরুতে মানবপ্রত্যয়ের নান্দনিক সত্যটি গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৈষম্যের উপরে গুরুত্ব দিয়ে 'বিড়াল', 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য' প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বিড়াল' প্রবন্ধে ধনবৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বিড়ালের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন বঞ্চিত মানুষের দুর্গতির কারণ প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে জমিদারশ্রেণিকে এদেশের কৃষককূলের শোষণের মূল হোতা বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলা কাব্যে মাইকেল মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের কবিতায় মানুষের ভেদাভেদ, কৌলিন্যজাতপাত ভুলে সাম্যমৈত্রীর আদর্শে পিনদ্ধজীবনের মহিমা উচ্চকিত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) প্রমুখ কবির কবিতায় জীবন ও মানুষের মাহাত্ম্য, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সংক্রম ঘটেছে। উনিশ শতকের কবিদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০ - ১৯১৯), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৬৩-১৯৪৩) প্রমুখের কবিতায় পরদুঃখকাতরতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে ব্রাত্য জীবনচর্চা থেকে শুরু করে বিশ্বমানবতার মহিমান্বিতরূপ প্রকাশিত হয়েছে। 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি', 'এবার ফিরাও মোরে', 'ঐকতান', 'বাঁশি', 'ওরা কাজ করে' কবিতায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা আছে। 'দুই বিঘা জমি' শীর্ষক কবিতায় বাস্তুহারা চাষি উপেনের মর্মন্তুদ চিত্র যেমন অঙ্কন করেছেন তেমনি জমিদারের সর্বগ্রাসী দৃষ্টি কতদূর হঠকারী হতে পারে সেটিও অকপটে তুলে ধরেছেন যদিও রবীন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন। এই ম্লান মূঢ় মানুষেরা যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে, তাদের জীবনে মুক্তপ্রাণের হাওয়া যাতে বইতে পারে এজন্যই তিনি শোষক-শোষিতের, শাসক-শাসিতের পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান কমাতে চেয়েছেন। উচ্চারণ করেছেন –

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' এই অনবদ্য আকুতিই সকল শ্রেণিচেতনা এবং সংক্ষুব্ধতা থেকে তাঁকে নিষ্ক্রান্ত করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২১) কবিতায় পৃথিবীতে বর্ণবাদ, ধনী-নির্ধন, উঁচু-নিচু, জাতিত্ব-সংস্কার, কৌলীন্য, ধর্মীয় উগ্রতা-সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির চেয়ে মানবতা ও মানবসত্যের স্থান যে অনেক উপরে তা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) ধ্বংসলীলা ও বিভীষিকাময় মৃত্যুর পটভূমিকায় যে নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, শূন্যতা, বিষাদের জন্ম হয়েছিল, রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) সাফল্যে নব্য মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিক আশাবাদ, মার্কসীয় রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রেণিচেতনা, শোষিত – অত্যাচারিত – নিপীড়িত - বঞ্চিতের প্রতি সহানুভূতি তৎকালীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী তরুণ বাঙালি মনন ও চিত্তে প্রভাব ফেলেছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এস.এ ডাঙ্গে, মুজাফফর আহমদ প্রমুখ মার্কসীয় মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও উচ্চকিত ছিলেন, তাঁদের প্রচেষ্টায় মার্কসীয় চেতনা তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বাংলায় সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রথম বাঙালি কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভূত হন। বিশের দশকে 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা ও সক্রিয় কর্মতৎপরতা কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির লক্ষ্যেই উচ্চকিত ছিল। ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে নজরুল যেমন বিদ্রোহ করলেন তেমনি শোষণে-নিষ্পষণে জর্জরিত শ্রমজীবী মানুষের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য আনলেন প্রখর শ্রেণিচেতনা। 'নবযুগ' পত্রিকায় 'ধর্মঘট' প্রবন্ধটি ছিল শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির স্বপক্ষে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। 'দ্য লেবার স্বরাজ পার্টি অভ্ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত 'লাঙ্গল' (১৯২৫) এর প্রথম সংখ্যায় নজরুলের 'সাম্যবাদী' নামে দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়। পরবর্তী সংখ্যাগুলোয় প্রকাশিত হয় 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান' কবিতা।

"ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর ক'ষে লাঙল
আমরা মরতে আছি - ভাল ক'রেই মরব এবার চল॥"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কার্লমার্কস প্রকৃত বিপ্লবশ্রেণি হিসেবে শনাক্ত করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণিকে, একই সঙ্গে তাদেরকে শ্রমশোষণের প্রধান শিকার হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এই শ্রমিক শ্রেণিকে শিল্পমালিকেরা দাসে পরিণত করে। শ্রমিক শোষণ প্রসঙ্গে নজরুলের তাই উচ্চারণ –

"যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা
রাজা-উজির মারছে মজা।"[৮]

জাতিভেদ, কৌলীন্য, বর্ণ, ছুঁৎমার্গ, ধর্মীয় ভণ্ডামির দ্বারা শ্রমজীবী মানুষরা বরাবরই নির্যাতিত শোষিত হয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য যেমন সমাজে সৃজন করেছে ধনী-নির্ধন, খাতক-মহাজন, রাজা-প্রজা, কুলি সাহেব, শ্রমিক-মালিক প্রভৃতি, তেমন-ই এই বৈষম্য থেকেই সামাজিক জীবনে নিম্ন পেশাজীবী ও অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শ্রেণিগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। সর্বহারা, চোর, ডাকাত, কুলি-মজুর, কৃষক, শ্রমিক, ধীবর, মেথর প্রভৃতি বিত্তহীনদের সামাজিক অমর্যাদা ও অস্বীকৃতি তিনি মেনে নিতে পারেননি। *পাঁক* উপন্যাসের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) কবিতায় শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও সংঘবদ্ধ জনশক্তির প্রতি আস্থা ও নতুন দিনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। কবিতায় উচ্চারণ –

"আমি কবি যত কামারের আর কাসারির আর ছুতারের
মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে আর নাই।"[৯]

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম রূপকার। তার *পূর্বলেখ (১৯৪১), সাতভাই চম্পা (১৯৪৫), সন্দীপের চর (১৯৪৭),* প্রভৃতি কাব্যে শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য-অত্যাচার-শোষণ-বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি, সমকালীন সংকটের লেখচিত্র, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা, যুদ্ধবিরোধিতা, দুর্ভিক্ষ অপনোদনের অভীপ্সা, দাঙ্গা বিরোধিতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমন সাম্যবাদী চেতনার সামগ্রিক উন্মীলন আত্মবিচ্ছিন্নতা ও স্বশ্রেণিসুলভ চৈতন্যসংকট উপস্থাপিত হয়েছে প্রাতিস্বিক দক্ষতায়। আলোচ্য কাব্যগুলোতে শোষণ বঞ্চনার মূলোৎপাটন করে সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণে শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষদের সংগ্রাম ও কবির আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা ব্যক্ত হয়েছে। যুগ-যুগান্তের সামন্তবাদী শোষণ থেকে শুরু করে পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে স্পৃষ্ট মানুষের দুঃখ, মালিক- মহাজন কর্তৃক শ্রমজীবীদের শোষণ, বঞ্চনা ও মুজুরি ফাঁকির ঘটনা, গণমানুষের দারিদ্র্য ও তাঁদের জীবন-সংগ্রামের দৃশ্য যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি, তেমন বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক সমাজের ধ্বংস ত্বরান্বিত করার স্বপ্ন দেখেছেন। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতিতে পরিপূর্ণ জীবনের আশ্রয় ও আস্বাদন কবি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর কবিতার চরণ -

"অর্থের উৎপাতে
পুরুষার্থ নির্ণীত যে সমাজের উঁচু-নিচু স্তরে,
সেখানে জুয়াড়ি স্বার্থ সঞ্চয়ী গৃধর ভিড়ে মাতে,
মানুষ সেখানে শুধু ছিনিমিনি কড়ি কেনা দরে।
যুগে যুগে ইতিহাস এই বাহ্য ভ্রান্তির নিষ্ঠুর
অপচয়ে অনুকার, মনুষ্যত্ব-তুচ্ছ সে বৈভবে।
সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্য-লক্ষ্মীর রক্তাতুর
সাম্রাজ্যের অভিসার ধূলিসাৎ প্রাণের বিপ্লবে।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অরুণ মিত্রের (১৯০৯-২০০০) কবিতার শব্দানুষঙ্গ ও ধ্বনিব্যঞ্জনায় ধারণ করে আছে সাম্যবাদী শোষণহীন সমাজ-ভাবনার নান্দনিক সংবেদনার বার্তা। শানিত বাগভঙ্গি উপস্থাপন, ব্যতিক্রমী উপমা, চিত্রকল্প ও নব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ, শ্রমজীবী শোষিত মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও মমত্ববোধ, তাদের ক্রমমুক্তির প্রত্যাশা সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। শ্রেণিচেতনা ও সংগ্রামের সংঘাতময় পরিস্থিতি তাঁর কাব্যের শরীর নির্মাণ করেছে। দুর্ভিক্ষের হাহাকার, জঠরজ্বালা, নিরন্ন মানুষের ক্ষুধার আদিম চাহিদা, কৃত্রিম খাদ্যসংকট সৃষ্টি করে মহাজন-বণিক-সওদাগরের অধিক মুনাফা অর্জন, নিরন্ন মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও মহাজন-বণিক-সওদাগর শ্রেণির প্রতি ঘৃণা তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। মার্কসীয় তত্ত্ব অরুণ মিত্রের কবিতার শৈলীতে এনে দিয়েছে সাম্যবাদী সমাজ নির্মার্ণের বৈপ্লবিক গতিবেগ। শ্রমজীবী মানুষ সাংগ্রামিক উত্থান ও জাগরণের প্রত্যয়দীপ্ত বর্ণনা অরুণ মিত্রের কবিতার প্রাণ। 'লাল ইস্তিহার' তারই উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করে -

"প্রাচীরপাত্রে পড়োনি ইস্তেহার?
লাল অক্ষর আগুনের হলকায়
ঝলসাবে কাল জানো!
(আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ
(ভোঁতা হয়ে গেছে পুরনো কথার ধার।)
যুগান্ত উৎকীর্ণ : এখনি পড়ো
নতুন ইস্তিহার।"[১১]

'কাস্তে কবি' দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫) চল্লিশ দশকের বাংলা কাব্য পরিক্রমায় সাম্যবাদী মননের ধারক। প্রখর সমাজ মনস্কতা, রাজ্যনৈতিক সচেতনতা, শ্রমিক সর্বহারার প্রতি সমর্থন তথা মানবিক প্রত্যয়, প্রতিবাদী চেতনা, শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'কাস্তে', 'চায়ের কাপে', 'লালমেঘ', 'ব্যাংক', 'কেরানী' 'গোলামখানা', 'বামপন্থী', 'হাতুড়ী', 'আন্দামান : ১৯৩৭', 'ব্ল্যাক আউট: ১৯৭৩' প্রভৃতি কবিতায় সাম্যবাদী চেতনা ঋদ্ধ হয়ে আছে। তাঁর কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী চেতনা যেমন মূর্ত তেমন পুঁজিবাদী সমাজ ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শোষণের স্বরূপটিও তুলে ধরেছেন কবি তাঁর কবিতায়। 'শ্রমসিক্ত' চা শ্রমিকের 'রোদে-পোড়া তামাটে মুখ, মজুর দলের 'চকচকে গাঁইতি' প্রভৃতি শব্দবন্ধ শোষণ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে বঞ্চিত মানুষকে জাগ্রত করার মন্ত্র হিসেবে পৌনঃপুনিক উচ্চকিত হয়েছে। কবি লেখেন -

"সোনালী আলোয় চকচক গাঁইতিগুলো
শত শত বর্শার মত ঝলসে উঠেছে –
যেন হাজার হাজার সৈনিক
শানিত অস্ত্র নিয়ে
বন্ধ্যা মাটিতে ট্রেঞ্চ কাটছে।"[১২]

বাংলা সাম্যবাদী চেতনানিষ্ঠ কবিতাচর্চায় যিনি সরাসরি নিজেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন মার্কসিস্ট হিসেবে তিনি সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। কাব্য যাত্রার শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চাপ, বিবর্ণ নগরীর বিচ্ছিন্নতা-বিবিক্ততা, অস্তিত্বহীন জীবন, নির্বোধ মধ্যবিত্ততা, বণিকসভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা, বৃহৎ সমাজ স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণি স্বার্থের বিরোধ তাঁর কবিতার অনুষঙ্গ। ধনতান্ত্রিক যুগ-যন্ত্রণা থেকে উৎসৃষ্ট ডিকাডেন্ট (Decadent) জীবন ও সমাজের ভয়াবহ পরিণতি তাঁর কবিতার বিদ্রোহের উৎস তৈরি করেছে। সাম্যবাদী চেতনার আকাঙ্ক্ষিত সংগ্রামের অন্তরায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, পুঁজিবাদী শোষণ এবং দেশীয় বুর্জোয়া রাজনীতির নগ্ন চেহারা উন্মোচন করেছেন কবিতায়। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মুক্তির ঐকান্তিক সংগ্রাম ও সম্মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়েছেন কবিতায় -

"যারা মাঠে ঘাটে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে
মাছ ধরে যারা আনে হাটে
ধান জল বিদ্যুৎ কয়লা
আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে
সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা
তাদের মিতালি খুঁজি।"[১৩]

পদাতিক এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনা এবং সমকালীন শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বহুমাত্রিক সংকট, দুর্ভোগ-দুর্ভাবনাকে তাঁর কাব্যে রূপায়িত করে তাঁদের মুক্তির মন্ত্রণা দান করেছেন। বৃহত্তর জনসংলগ্নতা ও গণমুক্তির প্রত্যাশিত প্রত্যয়, সাম্যবাদী জীবনদর্শনের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও সুদৃঢ় আস্থা তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়। কবিতায় গণদারিদ্র্যের চিত্র এঁকেছেন নিখুঁতভাবে। নগর ও গ্রামজীবনের অন্তর্মূলে যারা অবস্থান করে মাঠে-ঘাটে-কলে-কারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখে, তারা বরাবরই মাৎসন্যায় পদ্ধতিতে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। মালিক, মহাজন, মজুতদার, বণিক, সওদাগর ও জমিদারিতন্ত্র কৃষক-মজুর-শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণিকে বরাবরই শোষণদণ্ডে মথিত করে। এসব শোষিত-নির্যাতিত নিরন্ন মানুষের কথা বলেছেন সুভাষ। সমকালীন সমাজ পরিস্থিতি খুবই দূর্যোগপূর্ণ, ভয়াবহ তাই শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে:

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের সেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।
শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না-
পরো পরো যুদ্ধের সাজ।"[১৪]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫) বিপর্যস্ত সমকাল এবং দেশমাতৃকার অর্ন্তগত আর্তনাদকে অবলোকন করে আপন ঐহিত্যের শেকড় সন্ধানে ব্রতী হন। গণমানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন কবিতায়। *লখিন্দর* (১৯৬৫), *জাতক* (১৯৬৮),*সভা ভেঙে গেলে* (১৯৬৪) *মুখে যদি রক্ত ওঠে* (১৯৬৫), *ভিসা অফিসের সামনে* (১৯৬৭), *মহাদেবের দুয়ার* (১৯৬৭), *তৃণতরঙ্গ' রৌদ্র/রাত্রি শিবরাত্রি* (১৯৬৭), *মানুষের মুখ* (১৯৬৮) প্রভৃতি কাব্যে সাম্যবাদী চিন্তার শিল্পিত রূপায়ণ ঘটেছে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২০-২০০২) কবিতায় উন্মূল, উদ্বাস্তু, বিপন্ন মূলত শ্রমিকশ্রেণি, শ্রমজীবী মানুষ-মার্কসীয় তত্ত্বে যাদেরকে প্রলেতারিয়েত বলা হয়েছে তাদের কথাই কবির গাঢ় অনুভূতিস্পর্শে উত্তীর্ণ হয়েছে। নতুন শব্দচয়ন, স্বকীয় বাক্যবিন্যাস ও অখণ্ড ভাবকল্পনা নির্মাণে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন কবি।

ক্ষণায়ু সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) সমাজ, সময় ও ইতিহাসের বিস্তৃত, বিসর্পিল পটভূমিকে আত্মস্থ করেই উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রাতিস্বিক সৃষ্টিশীলতায়। সুকান্ত জীবনবীক্ষণ ও শিল্প অন্বেষার ক্ষেত্রে নতুনতর গণমুখী সাহিত্য ধারার প্রবর্তক একইসঙ্গে শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজচেতনার সার্থক রূপকার। *ছাড়পত্র (১৩৫৪), ঘুম নেই (১৩৫৭), পূর্বাভাস (১৩৫৭), মিঠেকড়া (১৩৫৮)* ইত্যাদি কাব্যে শ্রেণিসংগ্রাম এবং সাম্যবাদী চেতনা অসাধারণ সাফল্য নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। শোষক ও শোষিতের শ্রেণিচরিত্রের রূপায়ণ, শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের স্বরূপ চিত্রায়ন, গণমানুষের মুক্তি ও কল্যাণ ভাবনা, সহজ ও নিরাভরণ ভাষাভঙ্গির প্রয়োগ ও বাকপ্রতিমা নির্মাণ, কবিতায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নির্মিতি তাঁর কাব্যকে প্রোজ্জ্বল করেছে। গণমানুষের জীবনে আবর্তিত অভাব-বঞ্চনার কারণ হিসেবে কবি নির্দেশ করেছিলেন কতিপয় মানুষের হৃদয়হীন লুব্ধতাকে, সওদাগর-মহাজন-বণিক-মালিক-মজুতদার সমাজের এই কতিপয় মানুষের পরস্বাপহরণ মনোবৃত্তি সংখ্যাগরিষ্ঠের দুর্গতির কারণ। শ্রমজীবী মানুষদের নিগ্রহ, অত্যাচার, শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুকান্তের আরাধ্য ছিল। সামাজিক অঙ্গীকারের দৃঢ়তা ও শোষিত মানুষের হয়ে ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে আমৃত্য লড়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা তাঁকে বিপ্লবী দ্যোতনা ও সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে শ্রেণি সংগ্রামের মন্ত্রণা রচনায় অনুপ্রাণিত করে। শোষিত জনগোষ্ঠীদের ঐক্য-সংহতির মাধ্যমে দুশ্চর সংগ্রামের দ্বারাই বৈষম্য ও শোষণের গ্লানি দূর করা সম্ভব। কবির তাই উদাত্ত আহ্বান কবিতায় এভাবে প্রর্মূত হয়েছে –

"টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।"[১৫]

ষাটের দশকের কবি মোহাম্মদ রফিকের কবিতা বাংলাদেশের মাটি-কাদা-জল-হাওয়া-মেঘের ভেতর থেকে গড়ে ওঠা চেতনাশীল নান্দনিক শব্দশিল্পের অনুভূতিমালা। বাংলা কবিতার প্রাকরণিকতা এবং চেতনায় একটি নব ধারার সূচনা করেন দেশজরীতি এবং চিত্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে। শেকড়সন্ধানী কবি রফিক নিজদেশ ও কাল-লগ্ন হয়ে কবিতাকে মানুষের জীবনযাপনের সংগ্রামে মিলিয়ে নেন। কবিতায় প্রয়োগ করেন কথ্যরীতি তথা মুখের ভাষা (common speech) এবং প্রচুর আঞ্চলিক শব্দ। তাঁর কবিতায় শব্দ বিন্যাস অভিনব ও নান্দনিক, শব্দ আর ছন্দের মিল পাওয়া কঠিন, এমনকি উপমা-উৎপ্রেক্ষার পরিচিত অবয়ব নেই। কবিতার শরীরে স্বদেশী নিঃশ্বাস সঞ্চারিত করেছেন কবি। প্রেম, প্রকৃতি, লৌকজ ঐতিহ্য পুরাণ, রাজনৈতিক চেতনা তাঁর কবিতাকে ঋদ্ধ করেছে। মোহাম্মদ রফিকের প্রেমচেতনা অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক চেতনা জারিত। এই ভালোবাসার মমত্ব প্রণয়ন করেই কবি তাঁর কবিতায় প্রেমকে রোমান্টিক তাৎপর্যে উত্তীর্ণ করেছেন। কবিতার চরণ -

"ওলো ও বেগুনী, তোর নাগর এসেছে আজ ঘরে
চুড়ো করে খোঁপা বাঁধ ওই শোন জোয়ারের জল
শাঁই শাঁই ছোটে খ্যাপা কীর্তিনাশা আশ্লেষে আতুর,
উষ্ণ ঘন শ্বাস ফেলে শাওনি পূর্ণিমার ভরা চাঁদ।"[১৬]

রফিক কবিতায় প্রেম ও কামচেতনাকে প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য তুলনায় উপস্থিত করেন। সমালোচক বলেন –

> "তিনি বাঙালির জীবনযাপনকে বাংলাদেশের প্রকৃতির জীবন-যাপনের ভেতর থেকে, নাড়ির সংযোগ থেকে আবিষ্কারের নান্দনিক প্রক্রিয়া চালান। তাই প্রেমকে তিনি উপস্থাপন করেন গভীরার্থক চেতনা থেকে। ...মূলত তাঁর প্রেমচেতনা সামষ্টিক বাঙালির, যারা গ্রামে বসবাস করে তাদের প্রেমচেতনার অনুভবে।"[১৭]

প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, প্রকৃতির নান্দনিক সৌন্দর্য ও আনন্দ রফিকের কবিতায় এক অনবদ্য বিষয়। প্রকৃতি রফিকের কবিতায় উপস্থিত হয়েছে চিত্র ও দার্শনিক অন্বয়ের ভিত্তি হিসেবে যেখানে কবির অনুভূতিশীল ব্যক্তিচেতনায় বস্তুবিশ্ব, মনোবিশ্ব ও প্রকৃতি একটি গভীর সংযোগে সংযুক্ত। কবি প্রকৃতিতে কখনো আরোপ করেন মানবত্ব, কখনো তাকে রূপকাশ্রয়ী ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেন। সমালোচক বলেন –

> "প্রেম প্রকাশে কবি আশ্রিত প্রকৃতি এক রকমের প্রাণায়িত (anthro pomorphic) সমগ্রতায় উপস্থিত। কবি নির্ধারিত প্রকৃতিচেতনায় একদিকে বিধৃত তার স্নিগ্ধ রূপবৈচিত্র্য অন্যদিকে বিনাশ-বৈনাশিকতা।"[১৮]

বাংলাদেশ ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি দেশ। এদেশের মানুষের জীবনযাপনচর্যা, তার কর্মপ্রক্রিয়া ও মানসভুবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-বাংলাদেশ বহুবৈচিত্র্যের সমাহার-সংযোগ ও স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ। এদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল, পরিবেশ-প্রতিবেশ, নির্সগ-প্রকৃতি, নদ-নদী এদেশের জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ, জীবনধারণা ও মনস্তত্ত্বে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সঞ্চার করেছে এক ভিন্নতর আবহ। বাংলা সাহিত্যে নদী কোনো অপরিচিত বিষয় নয়। প্রাচীন সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত নদীর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলা কবিতায় নদী ও নদীকেন্দ্রিক খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের প্রসঙ্গ বহুমাত্রিক আঙ্গিক, ভিন্ন প্রকরণে ও মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। একদিকে নদীর ব্যাপকতা-বিশালত্ব অন্যদিকে নদী সংশ্লিষ্ট মানুষের হাহাকার-বেদনা, সুখ দুঃখের জীবন বৈচিত্র্যের হৃদয়ঘন মুহূর্তগুলো বাংলা কবিতায় স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। মোহাম্মদ রফিক গ্রামে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বৈশাখী পূর্ণিমা* থেকেই প্রকৃতির ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতনের সাথে জীবনকে সংযুক্ত করে সামষ্টিক বাঙালির ও বাংলার ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। বাংলার মাঠ-ঘাট, নদী, নদীতীরবর্তী মানুষ, তাদের জীবন মোহাম্মদ রফিকের কবিতার বিষয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অনেক কবির কবিতায় নদী ও নদীতীরবর্তী খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকা প্রায়ই এসেছে। তবে মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় যেন কবির রক্তের সাথে নদী ও জলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সমালোচক বলেন –

> "বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিষয়ে কোনো রকম ধারণা নেই এমন পাঠকের কাছেও মোহাম্মদ রফিক শীতল জলের স্পর্শ নিয়ে উপস্থিত হন। অবশ্য বিক্ষুব্ধ স্রোতের অস্বাভাবিক অস্থিরতাকে মনে করিয়ে দিতে তিনি বিলম্ব করেন না। পাঠককে কিছুতেই ভুলতে দেন না যে, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে রত যে মানুষ, তাদের জীবন-যন্ত্রণাকে বিচিত্র করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জলজ অনুভবের এমন অম্লান উপস্থিতি তার কবিতায় যে লাবণ্য সঞ্চার করেছে। তা থেকে উৎসাহী পাঠক নদী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন।"[১৯]

একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা এবং জীবনব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে নদী। বাংলার অর্থনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও বাঙালির সমাজ মনস্তত্ত্বে নদীর ভূমিকা অপরিহার্য। বাঙালির জীবনধারা ও সমাজ প্রবাহের এই যে বিচিত্রতা তার মূলে রয়েছে নদী। নদীর কল্যাণে যেমন এই বাংলা সুজলা সুফলা হয়েছে, বণিকবৃত্তিতে দক্ষতা অর্জন করেছে তেমনি এই নদীপথকে অবলম্বন করেই বণিকরূপী লুটেরা শ্রেণি এসেছে; নদী ভাঙনে নিঃস্ব, রিক্ত, বাস্তুহারা, স্বজনহারা হয়েছে। নদীর এই বিপরীতধর্মী ভূমিকা বাঙালির জীবনধারা, জীবনযাপন ও সমাজ মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে। বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে নদী কখনো নিয়ামক শক্তি কখনো পটভূমি আবার কখনও নদীর বিকাশ বৃত্তান্তের সঙ্গে নদীতীরবর্তী জনপদের বিকাশ-বৃত্তান্ত জড়িত। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় নদীতীরবর্তী সংগ্রামশীল মানুষের দৈনন্দিন জীবনাকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে। নদীপ্রবাহ জীবনপ্রবাহ ও সময় প্রবাহকে একীভূত করে কবিতার প্রতিটি চরণে জীবনের সমগ্রতা নির্মাণের প্রচেষ্টা তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। নদীর ভাঙন, খরা, বন্যা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও পরাভব না মেনে নদীতীরবর্তী জনপদ নতুন জীবনের আশায় জেগে ওঠে। প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামের এই বিশেষ দিকটি উন্মোচিত করতে গিয়ে কবি নদীর আশ্রয় নিয়েছেন। নদী তার কবিতায় নিজস্ব চাঞ্চল্য, স্ফূর্তি ও তেজ নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। মোহাম্মদ রফিকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বৈশাখী পূর্ণিমা* থেকে যে নদীর কলধ্বনির যাত্রা শুরু তা অব্যাহত থাকে *ধূলোর সংসারে এই মাটি* কাব্যগ্রন্থেও। এ কাব্যগ্রন্থগুলোতে নদী মানুষের বাঁচা-মরা, তাঁদের সাফল্য-ব্যর্থতা, সামঞ্জস্য-বিচ্ছিন্নতা, তাঁদের লড়াই ও জয়পরাজয়ের অনিবার্য পটভূমিকা তৈরি করে। এই নদীভাবনা রফিকের কবিতার শিল্পবোধকে নদীর স্রোতের মতো বহমান করে রাখে তেমনি বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। রফিকের কবিতায় স্বদেশের নদ-নদী আর নদীর ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা তাদের সম্পূর্ণতা নিয়ে উপস্থিত হয়। সমালোচক বলেন –

> "নদীর একটি ঢেউয়ের উত্থানে বাঁকানো গ্রীবার আহ্বান, চোখের শ্যামল পাতার আড়ালে ভেঙ্গে যাওয়া, শরীরের ভাঁজে অনাদি জলের টান, হাঁটার সঙ্গে জোয়ারে কলকল, নর্তকের নানান মুদ্রায় জলের আবিষ্কার, নৌকার বৈঠায় ক্লান্তি বহু প্রতিমার পর প্রতিমা গড়ে ওঠে এই সব শব্দকে ঘিরে। জল, জল নিয়েই যদি ধরা যায়, শেষ নেই যেন তার বৈচিত্র্যের।"[২০]

আরেক সমালোচক লেখেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "নদীপ্রবাহ মানবজীবন প্রবাহের প্রতিরূপ, নদীতরঙ্গ মানবজীবনের ভাঙ্গাগড়ার চিত্র, নদীর শব্দ মানবজীবনের শব্দাবলীর অনুরণন।"[২১]

রফিক তাঁর কবিতায় অসংখ্য নদীর নাম উচ্চারণ করেছেন। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনার পাশাপাশি কালিন্দী, কীর্তিনাশা, অলকানন্দা, ভৈরব, মাতামুহুরি, দড়াটানা, আগুনমুখা কত নামের নদীর কলকল ধ্বনি শোনা যায় তাঁর কবিতায়। বাংলার শ্রমজীবী মানুষ নদীকেও মাতৃজননীর মতই ভালোবাসে। নদীতীরের এই সমস্ত মানুষের আনন্দ-বেদনা, শখ আহ্লাদ, জীবন-মৃত্যু একাকার হয় নদীর স্রোতের সাথে। নদীর সাথে বাংলার শ্রমজীবী সংগ্রামী মানুষের এই আমৃত্যু সম্পর্ককে কবিতায় এনেছেন কবি। কবিতায় এসেছে নদীতীরবর্তী মানুষ ও তাদের জীবন-জীবিকার প্রসঙ্গ। প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের সাথে কবি মনের আবেগকে মেলাতে চান নদীর চিত্রকল্প তৈরি করে। কবিতায় ভাষ্য -

"বনের অঞ্জলি ঘিরে
কী গভীর রাত্রি আঁকে
আনত প্রণাম ধীরে, নদীর ধারাকে ডেকে নিয়ে
প্রান্তরে প্রান্তরে কাঁদে যেখানে ছড়িয়ে থাকে
অনন্ত গোধূলি আর শোকাহত নীরবতা
শ্বাপদের দীন প্রেমে, বনে বনে ফুলের সুবাশে,"[২২]

লোকজ ঐতিহ্য ও পুরাণের সংযোগ রফিকের কাব্য শরীরে সুগভীর জীবনবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের এক ঘনিষ্ঠ অন্বয় তৈরি করে কবিতাকে দেয় আলাদা দীপ্তি। ব্যালাড বা গীতিকা জাতীয় কবিতাগুলোতে কবি খাঁটি বাঙালি পুরাণ ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছেন। রূপকথা, লোকগাঁথা, পুরাণ, লোকছড়া, প্রবাদ, মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্য, গীতিকা, লোক সংগীতের ধারণা প্রয়োগ করেন কবিতায় যা বাঙালি লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় রাজনীতি ততটা প্রকটভাবে আসেনি। কিন্তু কবির রাজনৈতিক বোধের কারণে প্রত্যেকটি কবিতাতেই আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের স্পর্শ রয়েছে। তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক চেতনার একটি দৃষ্টান্ত -

"সব শালা কবি হবে; পিপড়ে গোঁ ধরেছে, উড়বেই;
বন থেকে দাঁতাল শুয়োর রাজাসনে বসবেই;
হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে তৃতীয় বিশ্বের গঞ্জে-গাঁয়ে
হুট করে নেমে আসে জলপাই লেবাস্যা দেবতা;
পায়ে কালো বুট; হাতে রাইফেলের উদ্যত সঙ্গিন"[২৩]

রফিক ঐতিহ্য-ইতিহাস-লোকপুরাণকে উপাদান করে মৃতিকা-সংলগ্ন বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনবাস্তবতাকে কবিতায় দৃঢ়মূল করেন। বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রচলিত লোকগাঁথার চরিত্রগুলোকে অনুপ্রবেশ করান কবিতায়। রফিকের অসংখ্য কবিতার মোটিফ ইঁদুর। গ্রাম্য লোককথার ইঁদুর যেমন সকল অনিষ্টের প্রতীক, তেমনি এটি আবার কৃষিশিল্পের ক্ষতিকারক হিসেবে গণ্য করা হয়। *খেলা কবিতা* কাব্যে ইঁদুরকে শোষকের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শকুনের নখ থেকে জন্ম নেয়া এ ইঁদুর ছেয়ে ফেলে বাংলার আকাশ-বাতাস সমস্ত কিছু। শোষিত, ভীত সন্তস্ত্র মানুষ ইঁদুরের অত্যাচারে অতিষ্ট। অথচ তাদের কিছু করার নেই, সবাই স্বেচ্ছাচারী ইঁদুরের ইচ্ছাধীন। ইঁদুর প্রতীকের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংকটাপন্ন অবস্থাকে এভাবে তুলে ধরেন -

"শকুনের নখ থেকে জন্মাল ইঁদুর
নাকে রক্ত পায়ে রক্ত রক্তাক্ত শরীরে
লোমের দুর্গন্ধে, রক্ত রক্তের ধারায়
রাজপথে মার্চ পাস্ট সহস্র ইঁদুর"[২৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মোহাম্মদ রফিকের *গাওদিয়া* কাব্যের 'কমরেড তাজুল ইসলাম' শীর্ষক কবিতায় বাংলায় দাঙ্গা সৃষ্টিকারী ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটিশদের প্রসঙ্গ এনেছেন। বাংলাকে শোষণকারী সমস্ত অপশক্তির নির্যাতনের ইতিহাসকে বিধৃত করেছেন শব্দের বুননে। শেষপর্যন্ত অপশক্তির পতন ঘটেছে, মেহনতি মানুষের বিজয়গাঁথা সূচিত হয়েছে। কবি বলেন -

"রক্তের ভাটাও আনে রক্তের জোয়ার বাঁকে বাঁকে
আর্বতে তলিয়ে গেছে কত মহাজনী নাও, কত
ভাস্কর দস্যুর ডিঙা পাকিস্তানি ব্রিটিশ বেনিয়া,
লেখা আছে নদীর চড়ায়, কান পাতো শোনো যাবে
সহস্র বিজয় বার্তা।"[২৫]

মেহনতী সংগ্রামশীল শ্রমজীবী মানুষই ইতিহাস বদলায়। কৃষক-শ্রমিকের বিপ্লবের ডাকে খোক্কসরা (কবি শোষক শ্রেণিকে খোক্কস বলেছেন) ভয়ে পালায় আর বিজয়ের মহাকাব্য লেখে শ্রমজীবী বিপ্লবী মানুষ। কবির উচ্চারণ -

"কেউ আর একা নই, আজ
জনতা-মিছিলে ভাঙে সহস্রবর্ষের বালিবাঁধ
আদিম শত্রুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ঝড়ে এ ঝঞ্ঝায়;
কলম-কালিতে নয় ঘামে শ্রমে রক্তের বিপ্লবে
শ্রমিক দিয়েছে সাড়া, মহাকাব্য লেখা শুরু আজ।"[২৬]

কপিলা কাব্যে কবি বিধৃত করেছেন মেহনতি মানুষের জাগরণকে -

"কথা হোনো
এইবার ঠিক মতো কাম চাই কামের হিস্যাও চাই
আরও জোরে বেজে ওঠে ভেঁপু। কাতরে কাতরে
একসাথে পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ে কারখানার গেট ভেঙ্গে রাজার প্রসাদ
কলরব করে ওঠে সেপাই সান্ত্রী ডাক ছাড়ে শাসনযন্ত্রের
ঝনঝনে মরচে পড়া তলোয়ার"[২৭]

আমাদের ভূখণ্ড তথা বাংলার সঙ্গে নদীর সম্পর্ক সুগভীর। এখানে নদীর সাথে সংযুক্ত সমাজ, মানুষ, প্রাণ। নানাভাবে, নানা অনুষঙ্গে নদী বাংলা কবিতায় প্রভাব বিস্তার করে আছে। বিশেষ করে জীবনমুখী চেতনা নদীকেন্দ্রিক বাংলা কবিতার প্রধান অহংকার। বাংলা কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জীবন পরিক্রমা বিস্ময়কর সৃষ্টি। নদীকেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতায় আছে যুদ্ধ, আছে লড়াই-সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার আর্তি, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দুর্বোধ্যতা। একদিকে অস্তিত্বের সংকট, অপরদিকে অস্তিত্বগ্রাসী নদীর মোহনায় ফিরে যাওয়া আর প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ জীবন পরিকল্পনা। বেঁচে থার স্বপ্ন, চিরন্তন জীবনাকাঙ্ক্ষা বাংলা সাহিত্যে নদীকেন্দ্রিক কবিতাগুলোকে অনন্যতা দান করেছে। 'আমার মায়ের ক্ষত' শীর্ষক কবিতায় মা, মাটি, নদী-সব এক হয়েছে।

"এক একটি ভরা পূর্নিমায় মরে আসে কাল-যমুনার সোঁতা
আমার মায়ের রক্ত থেকে পুঁজ, দৃষ্টি থেকে আলো,
মরণকাঠির প্রান্ত ছুঁয়ে বহু-বহু দীর্ঘ শবযাত্রা জীয়নকাঠির
মানচিত্র ও ভূ-প্রকৃতির এক সমীচীন বিবাহসংবাদ;
সাতচল্লিশে একাত্তরে লুট হওয়া নথ-বিছা, সাতনরী হার,
দাদাশ্বশুরের ভিটেমাটি, তালশীর্ষ আগলে মধ্যদুপুরে
খান-খান চিলে চিৎকার!"[২৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জলের সাথে নৌকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। নদীর শান্ত সমাহিত জলে নৌকা চলার শব্দ আর মাঝির বৈঠার আঘাতে নদীতে সৃষ্ট ঢেউ অপূর্ব সুরের দ্যোতনা তৈরি করে। নৌকার গলুইয়ে বসে কবি নদী-জলের সেই অপূর্ব সঙ্গীত শুনতে পান। রফিক বাংলার জল, মাটি, বাংলার প্রান্তর, রূপকথা ও নদীতীরবর্তী মানুষকে ধারণ করেই কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। গ্রামের ঘোমটা টানা বউ, জেলে সম্প্রদায়ের নদীতে দাঁড় টানার ছপ ছপ শব্দ, মুরগী ছানার ডানা নাড়ার দৃশ্য, গাঁয়ের মেঠোপথ, কচু পাতার পানি, পাল তোলা নৌকা, নিড়ানির ক্ষেত, তমালের ডাল, পেঁচা, মটর-কালাই, শালিধান, পাতিহাঁস, জলকাদামাখা মাঠের রাখাল, নদীর জলে জাল ফেলার দৃশ্য, বাংলার মাটি-ঘেঁষা মানুষের যাপিত জীবন, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। গ্রামীণ আটপৌরে জীবন জীবিকা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর কবিতায় মিশে আছে নিসর্গ-প্রকৃতি। কবির ধমনীতে মিশে একাকার হয় কখনো দক্ষিণবঙ্গের, কখনো উত্তরবঙ্গের গ্রামবাংলার সবুজ শিহরন নদীর ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস। বাঙালি নাড়ির নিবিড়তম ধ্বনি, উষ্ণ শিহরন রফিকের কবিতায় অনন্যতা অর্জন করে। মাটি ও মানুষকে এভাবে চিহ্নিত করেন কবি -

"এই ঘ্রাণ বহুচেনা। পচা পাট, কর্ষিত মাটির।
জালার ভেতরে ধান। গলে যাওয়া কাঁচা সুপারির।
বর্ষার গলিত পথে কুয়াশার আস্তরণ ফুঁড়ে
ছনের চালের সাথে আধনোয়া বাতাবির পাতা
বাঁশের ঝোপের নিচে ঘন শটিবন। অন্ধকার
ভেজামুখ। কপোলের ধার ছুঁয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে
সবুজ মাঠের শেষে নেমে যায় একবিন্দু জল
লবণাক্ত চোখের কুয়াশা জ'মে দীর্ঘ বেনা ঘুম।"[২৯]

বৃত্তিজীবী মানুষদের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জরাজীর্ণ জীবনের ছবি অসংখ্য কবিতায় গুরুত্বের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নদীর রুদ্ররোষ, মনুষ্যসৃষ্ট শোষণ ও শাসনযন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট শ্রমজীবী মানুষের জীবন। 'ফুল্লরায় দায়', 'স্বদেশ ও সংসার', 'খণ্ডকাব্য-১', 'খণ্ডকাব্য-৩', 'ডাক' প্রভৃতি কবিতায় সংগ্রামী সাধারণ মানুষের জীবন ও প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ অঙ্কিত হয়েছে। কবির বর্ণনাংশ নিম্নরূপ -

ক. অকালে কর্ষিত ভুঁই পোড়া রূপ,
ঘানি টানে ধান ভানে
খাটে এলে জাপটে ধরে উনুনে নিভন্ত পোড়া ছাই,
রোদ, খরা, এই নিয়ে তাপিত স্বদেশ।[৩০]

খ. নদীর ভাঙন বন্যা বৈশাখী তাণ্ডব ওলাওঠা
ভেদবমি ম্যালেরিয়া পিত্তজ্বর ক্ষয় কাশ
ওকে হেলে ফেলে উগরে দিল।[৩১]

নদীকেন্দ্রিক কবিতাগুলোতে কবি মোহাম্মদ রফিক নদী-তীরবর্তী মানুষের জীবন-জীবিকার পাশাপাশি তাদের সমাজবাস্তবতা, নদীতে চর জাগলে তা দখলকে কেন্দ্র করে লড়াই, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জনের নানামাত্রিক পথ, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অসহায়ত্ব, অর্থনীতির বিভিন্নতা, নিষ্ঠুর প্রকৃতির বিপরীতে লোকায়ত সংস্কৃতির রূপচিত্র, সুখ-স্বপ্ন, জেলেদের মাছ ধরা, মাছ কেনা-বেচা, নদীর মর্জির ওপর জলজীবন, নদীতীরবর্তী বহুমাত্রিক সমাজ-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ, যৌনতা, প্রেম, কলহ, ঈর্ষা, গোষ্ঠীজীবনের আধিপত্য প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। রফিকের কবিতায় বাংলার লোক-প্রান্তর, গ্রাম্যজীবনের আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ঘটেছে অত্যন্ত নিপুণভাবে। রফিক তাঁর কবিতায় প্রাতিস্বিকভাবেই শৈশব-কৈশোরে ফেলে আসা জীবন এবং দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া নানামাত্রিক ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে লোকসঞ্জাত বিষয় নির্ভর আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন: ক্যান, গতর, জাড়, খইস্যা, চাপি, চোতের, ট্যাহা, প্যাট, দ্যাহেন, থাহুম, ছিক্যা,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জইম্যা, তর, খুয়ে, ফুডা, বইস্যা, বিয়োবে, মাইস্যা, মনিষ্যি, রাহে, হাথি, ল্যাজা ইত্যাদি। তাঁর কবিতায় প্রচুর স্ল্যাং বা অশ্লীল শব্দ ও দৃষ্টিগোচর হয়।

সমকাল চেতনা, ঐতিহ্য ও ইতিহাসচেতনা মহৎ কবির সৃষ্টিকর্মে অনিবার্যভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। রফিক তার কবিতায় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতার সাথে ব্যবহার করেন বাঙালির গণজীবনের ঐতিহ্য; লালন করেন প্রেরণার অগ্নিমশাল, স্বপ্নের বীজমন্ত্র। তাই সাওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় এসেছে অনিবার্যভাবেই। সাওতাল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে চার ভাই সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব; তাদের মধ্যে সিধু ও কানুর সংগ্রামের অস্ত্র তীর, বর্শা, ডঙ্কা, শিঙা প্রভৃতি অনুষঙ্গের মাধ্যমে কবিতায় শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঐতিহ্যবাহী পাঁচালী বিবৃত করেন। 'বস্ত্র উন্মোচনের পালা' কবিতায় কবি উচ্চারণ করেন -

"দুই এক সহস্র বা শতাব্দীর গোর চাপা চর্বি ফুঁড়ে
কোন কণ্ঠ বেজে ওঠে হেই সিঁধু বাহে হেই কানু
ভাঙন ডিহির মাঠে তীরে ও বর্ষায় পড়ে পড়ে
বৃহস্পতি শুক্র শনি ছায়াপথ চন্দ্র ও সুরুজ
এই গাঁ ওই গাঁ দূর দূর গাঁ বাজে ডঙ্কা বাজে শিঙা
বাজে ঢোল বাড়ি পড়ে পিতলের বাসনে হাঁড়িতে
সাজ-সাজ রব ভেঙ্গে ফেল চতুর্দিকে আদাড়-বাদাড়।"[৩২]

গ্রাম বাংলায় যখনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবার উপক্রম হয় তখনই সেই ব্রিটিশ আমলে গজিয়ে ওঠা দুঃসহ সাম্প্রদায়িকতার স্মৃতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রফিকের কবিতায় হিন্দু-মুসলমানের দ্বিখণ্ডায়নের দুঃসহ সেই যন্ত্রণার কাতরতা *কালের মান্দাস* কাব্যে দৃষ্টিগোচর হয় পাঠকের। কবিতায় প্রাসঙ্গিক অংশ -

তুমি আমি যোগ-বিয়োগের ফলাফল
একটি দাঙ্গা তোমাকে করেছে ভিনদেশি-
আর আমি পরবাসী নিজ দেশে
তুমি আজ বিস্মৃতির সহচর[৩৩]

নদীতীরবর্তী সংগ্রামী মানুষের জীবনচিত্র প্রকাশিত হয়েছে 'প্রাকৃতিক/৫', 'কবিতা/৭' এবং *কীর্তিনাশা* কাব্যের 'আ' শীর্ষক কবিতায়। নদী ভাঙন, নতুন কূল, নতুন চর, নতুন আশা, আবার মহাজন-মাতব্বরের শোষণে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া- এই নিয়ে তাদের জীবনের প্রবাহমানতা। কবি বলেন -

"ধুলো মাখা, নৌকার বৈঠার ঘায়ে ছিন্নভিন্ন জলের
পানারাশি ডোবে ভাসে নিরন্তর ডুবতে ডুবতে ভেসে থাকে;"[৩৪]

'প্রাকৃতিক/৫' শীর্ষক কবিতায় নদী ভাঙ্গনের শব্দকে বলেছেন 'শব্দ সন্ত্রাস'। জলে ভেসে যায় ঘরবাড়ি, ধানের ক্ষেত, সর্ষের খেত, গরু। কবির বর্ণনায় -

"ভাঙ্গন এসেছে জলে দুড়-দাড় ভাঙে পাড়
চতুর্দিকে শব্দের সন্ত্রাসে ভীত তীব্র আর্তনাদ
ভেসে যায় ঘরবাড়ি ধানের সর্ষের চষাক্ষেত" [৩৫]

নদী তীরবর্তী মানুষের বিরহ, জটিল সংগ্রামী জীবন, তিক্ত শৈশব স্মৃতি নদীর প্রবহমানতার সাথে সমীকৃত হয়:

"প্রতিটি ভোরের শিউলি সামান্য রোদ্দুরে খসে পড়ে
উতলা নদীর জল বাঁকে বাঁকে মাথা ঠুকে-ঠুকে
একদিন বালুর চড়ায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে;"[৩৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নদীতে চর জাগলে সেই চরের দখল নেবার জন্য লড়াই নদীতীরবর্তী মানুষের সাধারণ ঘটনা। মোড়ল-মহাজনরা চর দখলের জন্য লাঠিয়াল বাহিনী পোষে। এই চর দখলের লড়াইয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটে। মোহাম্মদ রফিকের কাব্যবোধে এই লড়াই কেবল দখল-হত্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, নিহত লাঠিয়ালের বিধবা স্ত্রীর আকুতি দীর্ঘশ্বাস হয়ে উঠেছে নদীর জোয়ার, নদীর বুকে চর জাগার মতো নারীর পাঁজরেও জাগে চর। কবিতার চরণ -

"বাঁশের বেড়ায় দুটো সড়কি, লেজা, বল্লম, রামদা,
জ্বলজ্বলে নিদ্রাহীন; অপেক্ষায় বেড়ে যায় রাত;
চর জাগে বুকের পাঁজরে ভেজা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস
তিন বিধবার মুখ ভাঁট-চোখ আড়িয়ালখাঁয়
চর জাগে অন্ধকারে শ্বাস পড়ে শব্দ শোনে তার"[৩৭]

নদীতীরের মানুষদের ঝড়-ঝাপটা, বহুমাত্রিক বিপদকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে হয়। এসব মানুষদের চোখের জলকে মেঘনার কালো জলের সাথে সমীকৃত করেন কবি। বাংলার সংগ্রামী মানুষ, তাদের ইতিহাস, স্মৃতিরোমন্থন, ত্যাগ-তিতিক্ষার সাক্ষী হয় নদী -

"এইখানে দাদার কবর ঐখানে দাদিমার
বাতাবী নেবুর ফুল, ঐ বায়ে রেখে বাঁশঝাড়
মহানন্দা ক্ষুদ্র এক বাঁক নিয়ে থির বয়ে চলে।"[৩৮]

'স্বদেশ ও সংসার' শীর্ষক কবিতায় নদীতীরবর্তী মানুষের আটপৌরে জীবনের বর্ণনা রয়েছে। নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারী তাদের জীবনের অনিবার্য অংশ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কখনো কখনো বীভৎস হয়ে উঠে। কবির বর্ণনায়:

"এপারে গঙ্গা
ওপারে গঙ্গা, মধ্যেখানে চর, পদ্মা-মেঘনা ঠিকানা। আগুনে পুড়ছে বসুদের
ভিটে। মিত্তিরের মন্দির-চাতাল মিয়াদের বৈঠকখানা।"[৩৯]

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ধর্ষণ, বিকৃত যৌনতা তার কবিতায় সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।

"বাঁশের কঞ্চিতে ছেঁড়া কামিজ ওড়না ব্লাউজ
নাবালিকার মৃতদেহ চেটে নিচ্ছে চারটি কিশোর
'এর মধ্যে একটি কি আমার নাতি!
এই ওরাই দশটার দিকে তখনও শুরু হয়নি টেলিভিশন সংবাদ গোলায়
আগুন ধরিয়ে দিল..."[৪০]

অন্য একটি কবিতায় কবির উচ্চারণ -

"আগুন লেগেছে ফের ঘোষদের গাঁয়
হাউমাউ মরাকান্না অনূঢ়া বালিকা বনিতা এলোকেশী
ঝাঁপ দেয় পায়রার জলে।"[৪১]

নদীর একূল ভাঙে অন্যকূল গড়ে। নদীভাঙনে বিনষ্ট হয় তীরবর্তী মানুষের আবাসন, কৃষিক্ষেত্র, বনাঞ্চল। নদীভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষকে চলে যেতে হয় একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। নদীভাঙন থেকেই আবার জন্ম হয় নতুন চরের, নতুন জমির। এই জেগে ওঠা চর অনেকের ভাগ্য ফেরায়, অনেকের কপাল পোড়ায়। বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা-যমুনা সহ অনেক নদীতেই চরের সৃষ্টি হয়। নদীতে চর পড়লে একদিকে নতুন বসতি, কৃষি, বাড়তি জনসংখ্যার আবাস সৃষ্টি হয় অন্যদিকে চর দখলকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য মোড়লের লাঠিয়াল বাহিনীর সাথে সাধারণ মানুষের বিবাদ বাধে। চর দখলের লড়াই নদীকেন্দ্রিক মানব সমাজের মাঝে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মুনতাসীর মামুন বলেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "জমিই বাঙালির জীবিকার প্রধান নির্ভর এবং তা সীমিত। তাই চর মানে নতুন জমি। ফলে প্রাচীন কাল থেকেই চর নিয়ে বিবাদ বিসংবাদের শেষ নেই। বাংলাদেশে প্রবাদ আছে 'জোর যার চর তার'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপের পূর্ব পর্যন্ত দেখা গেছে, নতুন চরের মালিক হচ্ছে সবসময় জমিদার এবং জোতদাররা।"[৪২]

নিম্নবিত্ত আটপৌরে জীবনকে মোহাম্মদ রফিক বর্ণনা করেন তাঁর কবিতায় পরম মমতা। 'আমার একজন পরিচিত বৃদ্ধকে' শীর্ষক কবিতায় কবি একজন গরিব বৃদ্ধের ক্লিশে জীবনকাঠামোকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। রৌদ্র-কাদা মাটি জলের হৃদ্যতায় বেড়ে ওঠা বৃদ্ধের জীবনকে শব্দের গাঁথুনিতে প্রকাশ করেছেন কবি এভাবে -

"শৈশবে পায়নি খেলনা ভুলে গেছে সে দুঃখ বুঝি বা
যেহেতু এমন বৃদ্ধ জীবনের বিজন অন্তিমে
ম্রিয়মাণ দৃষ্টি দিয়ে মৃত নম্র সূর্যের আলোকে
বুঝেছে জীবন ছিল উপাসী সে খেলনা এক
ধীরে ধীরে ঝরে পড়া অভিমানী ইচ্ছার গভীরে।"[৪৩]

'কবিতা/৫' শীর্ষক কবিতায় কবি তুলে আনেন ভিক্ষুকের জীবনকাঠামো। বর্ষাসিক্ত ঘিনঘিনে পিচ্ছিল রাস্তার ডাস্টবিনের পাশে বসে ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তি ও অবক্ষয়িত পুঁজিবাদী সমাজ সভ্যতার বিধিলিপিকে বিধৃত করে। কবির উচ্চারণ -

"ভিক্ষুকের জরাজীর্ণ থালার ওপর এসে পড়ে
অচল দুআনি সিকি মরচে-পড়া লোহার আকার
চোখের ভূভাগ জুড়ে দু-একটা কাক খুঁটে খায়।"[৪৪]

নিচুতলার মানুষের ওপর শোষণ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নিপীড়ন এবং এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে আনার চেষ্টা করেছেন তাত্ত্বিকরা। তাঁদের লেখনীতে স্থান পায় প্রান্তিক মানুষেদের প্রাত্যহিক জীবনবীক্ষা। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিটি সমাজেই দাসমালিক, সামন্তপ্রভু, বুর্জোয়া শ্রেণি, শাসকগোষ্ঠীর বিপরীতে দাস, ভূমিদাস, শ্রমিক, কৃষক, অন্ত্যজ প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নিপীড়ক, শোষকগোষ্ঠী, বুর্জোয়া শ্রেণি এবং নিপীড়িত, শোষিত. প্রলেতারিয়েত শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্ক তাঁদের লেখনীতে ধরা পড়ে। ক্ষমতার কেন্দ্র ও প্রান্তের বিন্যাসে উচ্চ ও নিচুতলার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করা হয়। প্রান্তে অবস্থান করা অন্ত্যজ, দারিদ্র্য, প্রান্তিক মানুষ কেন্দ্রে থাকা ক্ষমতাসীন বা ধনিকশ্রেণির দ্বারা শোষিত। অত্যাচারী, ক্ষমতাধর বা ধনিকশ্রেণির দ্বারা তারা শোষিত। অত্যাচারী বা ক্ষমতাধর ব্যক্তির সামনে তুলে দাঁড়াবার বা প্রতিবাদ করার ক্ষমতা দুর্বল সাধারণ মানুষের থাকে না। 'কাপুরুষ' শীর্ষক কবিতায় বলেন -

"ওরা কি জেনেছে
প্রতিরাতে শেয়ালের দল ওঁৎ পেতে বসে থাকে
হাঁসের খোপের ধারে ধারে
হরিণের পিছে ছোটে বাঘ
ওরা কি দেখেছে
সাপের ফণার মুখে ভীত-ত্রস্ত ব্যাঙ
বাজের শানিত নখে মেষের শাবক।"[৪৫]

মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবিকার প্রশ্ন জড়িত। জীবনধারণের নিমিত্তে মানুষকে কোনো না কোনো কাজ অবলম্বন করতে হয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস মানে শ্রমজীবী তথা পেশাজীবী মানুষের ইতিহাস। রফিকের কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় জীবন ও জীবিকার প্রসঙ্গ রয়েছে। এ সমস্ত শ্রমশিল্পী মানুষ কঠোর দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করেন। এসব মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তারপরেও রয়েছে ন্যায্য পাওনা বা দাবি থেকে বঞ্চিত হবার ইতিহাস। 'কিষাণের দিনলিপি' শীর্ষক কবিতায় কবি কৃষকের জীবনপরিধিকে বর্ণনা করেন এভাবে -

"হালের ফলা লেগে ঝুরঝুরে বালি কিছু মাটি
এখন ভাটার টান খালের ঘোলাটে ম্রিয়মাণ
জলরেখা, সারাটা আকাশে আলো গলে গলে ছায়া,
হালের বলদ একা ঘুরে ফেরে, একাকী কিষাণ
দাওয়ার ফ্যাকাশে রোদে চুপচাপ মূঢ় জবুথবু;
সারাদিন খাটাখাটি এন্তার কাজের চাপে ভাঙা
মুর্মূষু চিন্তার ছোপ অস্পষ্ট বালুর কারুকাজ।"[৪৬]

অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতায় বন্দি-বঞ্চিত-বিড়ম্বিত মাঝি ও জেলের জীবন চিত্র রফিকের কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় এ সমস্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি, মানবচারিত্র্যের অন্তর্নিহিত উপলব্ধি উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন অন্ত্যজ জীবনের সংগ্রামশীলতা ও দৈনন্দিন বাস্তবতা, তাদের প্রত্যাশা ও অচরিতার্থতা প্রধান উপজীব্য। অস্তিত্বগ্রাসী প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার মধ্যে জীবনাকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। অসম সমাজ কাঠামোয় শোষিত জেলে, মাঝি, কৃষাণের ক্ষয়িষ্ণু জীবনকাহিনী কবি তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির রূদ্র-রোষ. মহাজনী শোষণ এসবের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াইয়ের এক অনবদ্য আলেখ্য তাঁর কবিতা। নিদারুণ দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মাঝি-জেলেদের জীবিকা সংগ্রহের জন্য নিত্যদিনের কঠোর পরিশ্রম, তাঁদের জীবনকাঠামো, তাদের অর্থনৈতিক পারিবারিক–গোষ্ঠীজীবনের বহুমাত্রিক সমস্যার কথা তাঁর কবিতার শব্দের বুননে উঠে এসেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পিছিয়ে থাকা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী তার পূর্ণ সত্তা বজায় রাখতে পারে না। সমাজের আর্থিক তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হুমকির সম্মুখীন হয়। মাঝি ও জেলে জীবনের এ জাতীয় ক্ষয়িষ্ণু জীবনবেদ গ্রন্থন করেছেন মোহাম্মদ রফিক তাঁর কবিতায়। 'মাঝি' সিরিজের কবিতাগুলো তারই সাক্ষ্য বহন করে। 'মাঝি ও তার দিন' শীর্ষক কবিতায় বলেন-

"ছোটো খাটো মাছ ধরে এই জন্যে তৈরি তার জাল
কোমল ঢেউয়ের ঘায়ে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি দোলে হালকা লয়ে
দিনান্তে চালের দাম সবকিছু তার মাপাজোকা
কূলেতে ঠেকিয়ে নাও জাল সারে রোদ্দুরে শুকোয়।
বাড়িতে প্রচুর মুখ দুই বউ ছেলে পিলে ঢের;
স্বপ্নে জালের ভেতর ঢোঁড়া খেয়ে নেয় মাছ"[৪৭]

মাঝির সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, তার সংগ্রাম, জীবন-মৃত্যু কিছুই বাদ যায়নি তাঁর কবিতায়। নদীতে জীবিকার প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত জলের সাথে পথচলা রক্তমাংসের মাঝিই তাঁর কবিতায় দেখা যায়। বাংলার শেকড়কে সন্ধান করেন বলেই কবি জানেন যে, মাঝির জীবনে দিন নেই, রাত নেই, কেবলই ডিঙি নৌকা নিয়ে নদীর ঢেউয়ে বয়ে চলা, দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়ও বিরামহীন চলা তাদের জীবনের অংশ। ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই মাঝিকে নৌকা বাইতে ও দাঁড় টানতে হয়। কেননা স্ত্রী সন্তানের ভরণপোষণের জন্য তাকে রোজগার করতে হবে। মাঝি ঝড়ের দিনে ছুরির ফলার মতো বৃষ্টি উপেক্ষা করে, নদীর তীর্যক ঢেউয়ের সাথে অসম যুদ্ধ করে হলেও নৌকা বেয়ে যায়। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় মাঝিকে পাই দুঃখদৈন্যসহ। ছোট মাছ পাবার আশা নিয়ে মাঝি জাল হাতে নৌকায় অপেক্ষমাণ। 'মাঝি ও তার দুঃখ' শীর্ষক কবিতায় কবির উচ্চারণ -

"ছলাৎ ছলাৎ জল ভাঙতে থাকে দুলে ওঠে ডিঙি
পরনের গামছা ছেঁড়া ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ে জল
নিজস্ব নিয়ম মেনে দুড়-দাড় ভেঙে পড়ে পাড়
যদি কিছু মাছ মেলে চুনোপুঁটি স্বচ্ছল সন্ধ্যায়"[৪৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'মাঝি ও তার রাত্রি' কবিতায় কবি বলেন -

"অস্পষ্ট ডিঙির ছায়া হাল ধরে থমথমে মুখ
পাড়ের কিছুটা অংশ বালি ঝুপঝাপ ভেঙ্গে নামে
মিশমিশে জলের সুতীব্র টান একরোখা স্রোত
নদীর বুকের মধ্যে অন্ধকার দ্রুত শ্বাস ফেলে।"[৪৯]

নদীতীরবর্তী শ্রমজীবী মানুষের সার্থকতম রূপকার মোহাম্মদ রফিক। সংগ্রামী মানুষের লড়াইয়ের কথা, তাদের পৌরুষের কথা, অপরাজেয় মনোবলের কথা রফিক চিত্রিত করেছেন তাঁর কবিতায়। রফিক যেমন তাঁর কবিতায় মাঝির কথা বলতে গিয়ে নদীর কথা, নৌকার প্রসঙ্গ আনেন, আবার মাটির সাথে নিবিড় সংযোগ যে কৃষকের, তাদের কথা বলতে গিয়ে কৃষিকাজের নানা প্রসঙ্গ আনেন। 'কৃষাণের দিনলিপি' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রফিক শৈশব-কৈশোর গ্রামে অতিবাহিত করেছেন। সুতরাং তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত মনন দিয়েই রচনা করেন 'প্রচুর আলু চাষ' কবিতাটি। শীতকালে বাংলার গ্রামে আলু চাষ করে যে কৃষক, বৃষ্টি ভয় না থাকায় সে প্রচুর ফসলের স্বপ্ন দেখে। অথচ অসময়ের বৃষ্টি সে কিষাণের স্বপ্নে ধস নামায়। আশাহত কৃষক তবু হতাশ হয়না, প্রচুর আলু ফলনের স্বপ্ন দেখে। কবিতার চরণ -

"চারার গোড়ায় জল পচে ওঠে প্রতিটি শেকড়
শরীর পেঁচিয়ে ওঠে লিকলিকে জোঁক,
প্রচুর আলুর চাষ ভেবেছিল দাঁড়াবে স্বভাবে;
অবাঞ্ছিত জলে ভাসে ফলনের থৈ থৈ ক্ষেত"[৫০]

প্রকৃতির নির্মমতা ও সামাজিক শক্তিগুলোর ঘাত প্রতিঘাতে নদীতীরবর্তী মানুষের নিঃস্ব হয়ে যাবার করুণ গাঁথা রফিক তাঁর কবিতায় চিত্রিত করেছেন। কীর্তিনাশার ভাঙনে সর্বস্ব হারানো স্বামী-পুত্রহীনা এক বিধবার আর্তি ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায় এভাবে -

"ছেলে নিলি স্বামী নিলি একটিমাত্র মেয়ে তাকে নিলি
কী করবি তুই বড়জোর আমাকেও নিবি,"[৫১]

নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রধান পেশা কৃষি। রফিক গ্রাম্যজীবনের মর্মমূল থেকে বেড়ে ওঠেন বলে গ্রাম্যজীবনের বহুমাত্রিক উপাদান তাঁর কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র নিয়ে উপস্থিত। কৃষি-সংক্রান্ত উপকরণ রফিকের কবিতায় নান্দনিকতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি, তাদের দিনযাপন, জীবনসংগ্রাম, দুঃখঘেরা জীবন রফিকের কবিতায় মাটিগন্ধী স্বাতন্ত্র্য বহন করে। 'ঢেকিতে পড়ে পাড়' শীর্ষক কবিতায় কৃষিনির্ভর জীবনের অপরিহার্য উপকরণ ঢেঁকি, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চাল ভাঙানো আর সেই চালের পিঠা কৃষকের জীবনের আনন্দময় আবহকে মনে করিয়ে দেয়। হেমন্ত ঋতু শেষে সোনালি ধান কাটার পর শীতের শুরুতে কৃষকের ঘরে এই সাময়িক স্বচ্ছলতার ছবি রফিকের শিল্পীমনের হৃদ্যতায় প্রাণ পেয়েছে -

"ঢেঁকিঘর নিকোনো উঠোন পৈঠা কখনো দেহের
গন্ধে ঘামে কখনো-বা ধানের খুশির উষ্ণশ্বাসে
থমথম...
ধূসর আঙ্গিনা জুড়ে প্রতিটি ঢেঁকিতে পড়ে পাড়।"[৫২]

নদীতীরবর্তী নিম্নবিত্ত মানুষের স্বপ্ন, সুখদুঃখ ও কঠোর সংগ্রামের নির্মল চিত্র রয়েছে রফিকের কবিতায়। দারিদ্র্য জর্জরিত নদীতীরবর্তী এ সমস্ত মানুষেরা মহামারী, মড়কে বিপর্যস্ত হয়। প্রকৃতির কাছে গ্রামীণ মানুষের অসহায়ত্বের কাব্যিক প্রকাশ ঘটে বারবার রফিকের কবিতায়। রফিক অন্তর দিয়ে অবলোকন করেছেন তাদের মনোবেদনা। কবি লেখেন -

"মারা গেছে গতকাল কিংবা গত পরশু হয়তো বা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গাঁয়ে গঞ্জে লেগেছে মড়ক জ্বর বমি ওলা ওঠা
অনাহার; চালে পোকা ধানে লক্ষ-লক্ষ পঙ্গপাল"[৫৩]

নদীকেন্দ্রিক প্রান্তিক নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষকে একদিকে জীবিকার সন্ধানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, আরেকদিকে উচ্চবিত্তের মানুষ দ্বারা চিরবঞ্চিত, শোষিত হয়। রফিকের কবিতায় বাংলার লোকায়ত জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গ, প্রতীক, উপমা, রূপক, প্রভৃতি লোককাহিনি ও উপকথার নানা চরিত্রেরা ভিড় করে। লোককাহিনির ঘৃণিত চরিত্রগুলোর মধ্যদিয়ে শোষকদের প্রতি ঘৃণা জানান। তাঁর কবিতায় অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত পেঁচা, অজগর, শেয়াল, শকুন, ভাম, বাদুড় প্রভৃতির প্রসঙ্গ এনেছেন। এসমস্ত চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লোলুপতা, হিংস্রতাকে কবিতায় তুলে ধরার মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণের চারিত্র্যকে চিত্রিত করেছেন। কবিতায় কবির উচ্চারণ -

"সমস্ত নদীর জল ওলট-পালট বৈপ্লবিক
ভারি মহাজনী নাও কায়েমী দুপাড় কম্পমান
নির্যাতিত ইচ্ছাগুলো সদ্যজাগা আক্রোশে উন্মাদ,"[৫৪]

'শুকতারা সন্ধ্যাতারার গপ্পো' কবিতার দুর্ভিক্ষকালীন শ্রমজীবী মানুষের ওপর সম্পন্নদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। কবিতাটির শুরু থেকেই কবি দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও অনিশ্চিত নিয়তির হাতে সমর্পিত মানুষেদের জীবন কথা বলতে চেয়েছেন। মোড়লের পুত্র কর্তৃক মোমেনার মার ধর্ষিত হওয়া, ধর্ষণের পর খুন, মোমেনার বাপের মৃত্যু একটি মর্মান্তিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। রিপু করা পিরান কামিজ, ছাইভরতি উঠানের কোণে মরচে পড়া দাও (কৃষি উপকরণ) মেহনতী শ্রমজীবী মানুষগুলোর ক্লিষ্টতার স্মারক। এসমস্ত মানুষের নিদারুণ আত্মবঞ্চনা, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন কবির নিরুচ্ছ্বাস অতিরেক বর্জিত ভাষায় নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে -

"মাথার ওপরে ভাঙা বাঁশের বেড়ায়, নিষ্পলক
মাথাল, জোয়াল, যত্নে রিপু করা পিরান কামিজ;
গাঁয়ের উত্তর-ঢিবি বঁইচি ঝোপের মাঝামাঝি
মোমেনার মা'র লাশ আবিষ্কার করে আঁতকে ওঠে
শুকতারা। একবার মুখ ঢাকে, ফের চেয়ে দেখে
বিব্রত বিস্ময়ে, আড়াআড়ি পড়ে আছে ন্যাংটো লাশ।
...
পাশাপাশি, মোমেনার মায়ের ছায়ার বামপাশে
কার ছায়া, চেনা ভার, হয়তো বা মোড়লের পোলা;"[৫৫]

'আরজ আলী' শীর্ষক কবিতায় মাতব্বর শ্রেণির জাল দলিল তৈরি করে জায়গা-জমি দখলের প্রসঙ্গ এভাবে এসেছে -

"আর একটু
হাঁটলেই পুরনো বাড়ির গাছে ঢাকা
কার্নিশের ছায়া দাদামশায়ের কাল থেকে ভাঙা,
(অঞ্চলের মাতব্বর হাল আমলের সরকারি দলের নবীন পাণ্ডা রহমত জাল দলিলের ফাঁস এঁটে দীর্ঘে প্রস্থে পুরো মাঠটাই আগামীতে চাষ দিতে পারে)[৫৬]

'ইঁদুরের মাহাত্ম্য বন্দনা', 'ইঁদুরের প্রজন্ম-সংবাদ', 'ইঁদুর-শকুন সমাচার', 'ইঁদুরের বাণিজ্য-বেসাত', 'ইঁদুরের আহার-বিহার', 'ইঁদুরের স্বাগত ভাষণ', 'ইঁদুর লাদির তেজস্ক্রিয়া', 'ইঁদুর-চরিত্রে ভয়ভীতি', 'ইঁদুরের অমরত্ব প্রাপ্তি' প্রভৃতি কবিতায় স্বৈরাচারী-অত্যাচারী শাসক-শোষকদের কীর্তি প্রকাশে রফিক ইঁদুর, শকুন, ভাম, অজগর, বাদুড় প্রভৃতির পাশাপাশি ডাইনি ইমেজ ব্যবহার করেছেন। লোকবিশ্বাস অনুসারে ডাইনি মানুষের রক্তপান করে তৃষ্ণা মেটায়। বাংলা লোককথাগুলোতে ডাইনিদের মুখের কথার নাসিক্যধ্বনির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ডাইনির মুখনিঃসৃত ধ্বনিতে নাসিক্যতা ডাইনি চরিত্রের ভয়ংকরতা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বীভৎসতার মধ্য দিয়ে বিপন্ন-শোষিত-অসহায় মানুষের ওপর পীড়নকে ইঙ্গিত করে। রূপকথার বহুমাত্রিক অপরিহার্য উপাদান যেমন–রাক্ষস খোক্ষস, সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি, পঙ্খীরাজ ঘোড়া, ডাইনি বুড়ি, সোনার পালঙ্ক। রফিকের *কপিলা* কাব্যগ্রন্থটি বাংলার লোক সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিক উপকরণের প্রাচুর্যে ভরপুর। রূপকথার রাজকুমার কুঁচবরণী কন্যাকে বিয়ে করতে চায়, যার মাথায় মেঘের মতন চুল। রফিকের কবিতায় নারী সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হলেও দারিদ্য তাদের ভূষণ। অভাবের পীড়নে বিধ্বস্ত। রফিক তার কবিতায় ছেলে ভুলানো ছড়াকে ব্যবহার করেছেন বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত প্রদানের জন্য। রফিক তাঁর কবিতায় অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা চাষী ও তার বউয়ের প্রথম জীবনের সুখ ও পরবর্তী জীবনে দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাত ও মোড়ল, মাতব্বর শ্রেণির শোষণের চিত্র তুলে ধরতে লোকসংগীতের সুরের আশ্রয় নেন। কবিতার মধ্যে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করেছেন এ সমস্ত গানের লাইন। তাঁর কবিতায় ডাইনি ইমেজ, ছেলে ভুলানো ছড়া এবং লোকসংগীতের ব্যবহার এভাবে এসেছে -

ক. আঁই লোঁ, মাঁই লোঁ নাঁতীন লোঁ লোঁ নাঁতীন লোঁ
তোঁর মঁনে এঁই ছিঁল লোঁ।
তোঁর মুঁণ্ডুটা চিবিঁয়া খাঁই লোঁ [৫৭]

খ. ও গরু তুই হাসস ক্যা
ও কুত্তা তুই ক্যাঁদস ক্যা
ও কুকিল গাছে ফুরুত ফুর
ডালিম গাছে বসস ক্যা
মরণ দেইখ্যা হাসস ক্যা
কাঁদন দেইখ্যা কাতুর কুর
মান দেইখ্যা নাচস ক্যা
গলা মাংসের ভুরুত ভুর
গন্ধে চিলা কাঁদস ক্যা[৫৮]

গ. জমিন হয়েছে টুডা এবং আসমান ফাডা ফাডা[৫৯]

রফিকের কবিতা অজস্র লোকজ উপাদানের সমাহারে ঋদ্ধ। নদীতীরবর্তী শ্রমজীবী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ আয়োজনে লোকসংস্কৃতির নিবিড় উপস্থিতি লক্ষণীয়। এসমস্ত মানুষের চিন্তাচেতনা, মনোভঙ্গি এবং জীবনধারায় লোকসংস্কৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলা কবিতায় প্রান্তিক লোকজীবনের আলেখ্য রূপায়ণের সচেতন প্রবণতা রফিকের লেখনীর অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতির নানামাত্রিক উপাদান যেমন লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার তাঁর কবিতায় অনন্যতা অর্জন করেছে। প্রকৃতি নির্ভর শ্রমজীবী মানুষের অদৃষ্টবাআদী জীবনদৃষ্টি ও লোকচেতনার নান্দনিক সম্মিলন তাঁর কবিতায় এসেছে এভাবে -

ক. অচেনা পেঁচার কান্না, আচমকা গভীর রাতে ঘুম
ভেঙে যাওয়া জড়িত বিব্রত স্বরে শিশুর ক্রন্দন
শকুন ঝাপটায় ডানা, গাছের পাতারা নেমে আসে; [৬০]

খ. অভিশপ্ত ছোঁয়াছুঁয়ি কামিনীর বৈধব্যের থান
তক্ষকের তীক্ষ্ণ চোখ বেণী থেকে ফণা তোলে চুল
ডেকে ওঠে টিকটিকি, এরা কী করে যে বুঝে নেয়। [৬১]

গ. কৃষ্ণ চলেছেন দোলে পাখা মেলবে এবার ময়ূর। [৬২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঘ. বদর বদর হাঁকে মাঝ গাঙে দূর মধ্যরাতে। [৬৩]

ঙ. মিথ্যে তেপান্তরে ঘোরে শাপগ্রস্ত ডালিমকুমার।[৬৪]

চ. কাল রাত থেকে ভেদ বমি। জ্বর। ফকিরের দোয়া,
পানি পড়া, কড়ি কাঠে ছুলে আছে ভয়ার্ত নিঃশ্বাস।[৬৫]

ছ. অলুক্ষণে কাকটি কেন অমন ডাকে।[৬৬]

জ. কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে সবাই যেন সুখে থাকে।[৬৭]

নদীকূলবর্তী মানুষের জীবন কত তুচ্ছ, তাদের মৃত্যু যেন কোনো প্রভাবই ফেলে না। 'কবিতা/৯' এবং 'ডাক' শীর্ষক কবিতায় কবির উচ্চারণ -

ক. তুমি মাঝি ছিটকে গেলে নৌকার গলুই থেকে দূরে
কিছুটা হাওয়ার দোলা সামান্য জলের উৎপাতে।[৬৮]

খ. গতকাল ভেসে গেছে নাও জাল তার সাথে নাওয়ের পাল ও কাছি
শূন্যের হাওয়ার তার খাটিয়ে বাদাম শূন্য জেলে
একা বসে অঝোর কান্নার জল।[৬৯]

নদীতীরবর্তী প্রান্তিক মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা নদীকে কেন্দ্র করেই। নদী এদের কাঁদায় ভাঙনে ভাসায়, সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। আবার সেই নদীকে ঘিরেই কতশত স্বপ্ন। নদীও দরদী হয় তাদের জন্য। বিধ্বংসী সর্বগ্রাসী নদীতীরের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে নদীকেন্দ্রিক মানব সমাজ। ভাঙনপ্রবণ মাটি উপরেই ঘর বাঁধে, বাঁচার স্বপ্ন দেখে, সুখের অন্বেষণ করে। রফিক তার *স্বদেশী নিঃশ্বাস তুমিময়* কাব্যের 'নিত্যকালের বাঁশি' শীর্ষক কবিতায় চিরায়ত বাংলার শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের নিত্যদিনকে এভাবে রূপ দেন শব্দের গাঁথুনিতে -

"জলে জলে জাল ফেলে বুক তার গাঙের মোহনা,
(যদিও বা নাম আছে, লোকে ডাকে দামদর মাঝি);
মাঠে মাঠে হাল চাষ দেহ তার কর্ষিত বে-ভুঁই
(তবুও তো লোক চেনে, ওই ব্যাটা খাল্যেকের পুত),
মাটি কেটে বুক দেগে বসে গেছে কোদালের কোপ
(শরম জড়ায়ে ঠোঁট বউ কয়, আহারে মরদ);"[৭০]

কবি আবারও লেখেন -

"খালেক মালেক যদু নিতান্ত দরিদ্র চাষাবুষা
এরা
ভাত কচুপাতা কিংবা ডাল সেদ্ধ গোগ্রাসেই গেলে
এদের মৃত্যুর ক্ষণ জন্মের উল্কিতে আঁকা হয়।
ভাগ্য ফেরে
সামান্য পান্তাও যদি
জুটে যায় খায়-দায়
উন্মুক্ত প্রান্তর পেলে লুঙ্গির খোটাটা তুলে
যোগ দেয় প্রাকৃতিক কাজে,"[৭১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নদীকেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। রফিকের নদী সংশ্লিষ্ট কবিতায় একদিকে নদী নির্ভর শ্রমজীবী মানুষ অন্যদিকে অত্যাচারী শোষকগোষ্ঠীর চিত্রও আভাষিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে বৃত্তিজীবী কৃষক-মাঝি-জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকার সন্ধান এবং তাদের কষ্টের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা। শ্রমজীবী মানুষদের একদিকে যেমন ভয়াবহ নদীভাঙনের সঙ্গে তাদের প্রতিনিয়ত যুদ্ধ অন্যদিকে মানুষরূপী মহাজন, মোড়ল সুদখোর-দাদন ব্যবসায়ী-ঠকবাজদের শোষণ-পীড়ন-নির্যাতন-দৌরাত্ম্য। নদী জীবনের অনিশ্চয়তার মাঝেই তাদের জীবন-জীবিকার সন্ধান। রফিকের *মেঘে এবং কাদায়* কাব্যের 'চলচিত্র-১', 'চলচিত্র-২', 'চলচিত্র-৬' প্রভৃতি কবিতায় জেলে-মাঝি-মালো কৃষক জীবনাচরণ, স্বপ্নসাধ, ব্যথাবেদনা, প্রতিরোধ সংগ্রামের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক চরণসমূহ -

ক. চড়িত দাঁড়ের শব্দ। মাঝিদের গুণটানা হেই।
অন্ধকার!
সে পদ্মাপারের মেয়ে
মা'টা গেছে সওদাগরী নায়ে। তার লজ্জা
চাঁদপুর কিনে নিল আড়তের মহাজন। কবে?
কত দামে? বিনা সুদে।[৭২]

খ. মোহন হাসির ঠারে দিন বাড়ে চাষি লাঙল জোয়াল কাঁধে
চলে আল পথ
মেয়ে গেছে ছেলে গেছে গাই গেছে জমি গেছে
আছে শুধু সখিনার মায়।[৭৩]

গ. মরা গরু ভেসে যায় জলে ভাসে লাশ,
উড়ে এসে খাবলে খায় শকুনের পাল,
এইসব নিতান্ত কাহিনি[৭৪]

পেঁচা, ইঁদুর, শেয়াল, শকুন, বাদুড় প্রভৃতি ঘৃণিত প্রাণীদের অবাধ বিচরণের রাতকে তিনি শোষিত মানব বসতিতে চেপে বসা শোষণের অন্ধকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন -

"নিড়ানির খেত হতে হামাগুড়ি দিয়ে দীর্ঘ রাত
ভারী হয়, তমালের ডালে পেঁচা, জ্বলে ওঠে চোখ,
চিনে নেয় কোনটা ব্যাঙ, কাচপোকা নধর ইঁদুর
শিকারি ডানার তীক্ষ্ণ ঝাপটায় শিউরে ওঠে বন;

পাঁকে-পাঁকে অন্ধকার পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে অজগর
গিলে ফেলে সারাটা আকাশ দু-একটা ভীত তারা
দক্ষিণের পুকুরঘাটায় তীর ঘেঁষে তেজী ভাম
তীক্ষ্ণ হয় খাড়া নখ, নাকে রোহিতের আঁশটে ঘ্রাণ;

অশরীরী অন্ধকার জমাট নিঃশব্দ তাল-তাল
ঘুমন্ত বসতি জুড়ে চেপে বসে দুঃসহ গুমোট,
ঝলসে ওঠে কুচকুচে বাদুড়ের হিংস্র চেরা দাঁত
ভয়ে কাঁপে থরথর ফলন্ত ডালিম, নত ডাল;

শেয়ালের চিৎকারে খসে পড়ে ছেঁড়াখোঁড়া পাতা
শুধুমাত্র হা-হুতাশ করে ফেরে বাউরি বাতাস।"[৭৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বছরের প্রথম দিন ছিন্নমূল সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো সুখের বার্তা আনে না। যাদের মহজনী সুদ গুণে দিন যায়। তাদের দৈন্যাবস্থা চিরায়ত। দুঃখ, দারিদ্র্যবেষ্টিত বঞ্চনাপ্রধান জীবনে আছে শুধু লড়াই-সাংগ্রাম। নিয়তির দাক্ষিণ্য ও ধ্বংসলিপ্সু চারিত্র্য দিয়ে এসমস্ত মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়। কবির ভাষায় -

"পহেলা বৈশাখ আজ। ভোর হলো। আমেনা মা'র
কাল রাত থেকে ভেদ-বমি। জ্বর। ফকিরের দোয়া,
পানি পড়া, কড়িকাঠে ঝুলে আছে ভর্য়াত নিঃশ্বাস

... ...

ফজরের আজান শুনে চোখ খোলে ফাতেমার বাপ।
বেড়া ভেঙ্গে এক লাফে নেমে গেল তিনটে শেয়াল,
দুলতে থাকে অভুক্ত চুলের বেণী, বাউরা সকালে।"[৭৬]

বাংলার লোকায়ত জীবনের নানা অনুষঙ্গে ঋদ্ধ রফিকের শিল্পবোধ গ্রাম্যজীবনাভিজ্ঞতার পটভূমিতে সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরে। তাঁর কবিতায় রয়েছে সোঁদাগন্ধী গ্রামজীবনের চিত্রপট। বাংলার গ্রামীণ মানুষের নির্সগ প্রকৃতি কেন্দ্রিক জীবনসংগ্রাম ও তাদের দারিদ্র্যঘেরা নিত্যতার ভেতর কবির শিল্পচেতনা প্রকটিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, ঐতিহ্য, লোককল্প, লোকপুরাণ, স্বদেশভাবনার সঙ্গে সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নির্মমতায়। কবি রফিক লোকায়ত পটভূমির লোককাহিনি নান্দনিক প্লট তৈরি করেন পীড়ন শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত গণচেতানার স্বরূপ উদ্ঘাটনে। ঋজু জীবনের বহমানতা, জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গাভিঘাত তাঁর কবিতায় এসেছে এভাবে -

"কেঁদে কেঁদে খালেকের বউ মারা গেছে গত সনে
কাশির গমক ওঠে। ধস নামে পাহাড়ের গুহায়
হাঁস ক'টা ছেড়ে দিলে ! উহ কী ভীষণ জাড় আজ।

আগামী বছর শীতে, খালেক ঘুমোবে ঠিক দেখো,
বাঁশপাতা, দূর্বাঘাস, সোঁদামাটি, খড়, এইসব
মুড়ি দিয়ে, বাগানের এক কোণে, খুব নিরিবিলি
ভূমিহীন ভূমিদাস নিজরাজ্যে ভৌমিক তোষকে।"[৭৭]

সমকালীন ঘটনা বোঝাতে রফিক পুরাণ ও লোককথার নব রূপায়ণ ঘটান তাঁর কাব্যে। কবিতায় তিনি যে পুরাণ ব্যবহার করেন তা নদীকেন্দ্রিক গ্রাম বাংলার একান্ত নিজস্ব পুরাণ। তাঁর কবিতায় বেহুলা লখীন্দর কিংবা মহুয়া সুন্দরী- নদ্যার ঠাকুরের প্রসঙ্গ এসেছে দুঃখ-দারিদ্র্য শাসিত বাঙালির বাস্তব জীবনের স্বরূপ বর্ণনায়। অত্যাচারী ও শোষণযন্ত্রের স্বেচ্ছাচার বোঝাতে কবি বেহুলা লখীন্দরের বাসর ঘরে লিকলিকে কালো সাপের আশ্রয় নেন। চাঁদ সওদাগরের সাজানো সংসার ধ্বংস করতে মনসা বেহুলা আর লখীন্দরের বাসর ঘরে সাপ রাখে। রফিক সমকাল তুলে ধরেন লখীন্দর-বেহুলা লোকপুরাণকে ব্যবহার করে। মৃত স্বামীর ভেলা নিয়ে ভেসে যেতে যেতে বেহুলাকে সহ্য করতে হয়েছিল নদীতীরবর্তী মানুষের অশালীন ও অপমানজনক কটুবাক্য। সমকালীন মানুষের হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশকে তিনি কবিতায় এভাবে তুলে ধরেন -

"সাপ গর্ত খোড়ে, যদি কোন সুযোগ ঘটে
ছোবল মারেও ঠিক
বেহুলার বাসরের লুকানো ছিদ্রের খোঁজ
আজও মেলেনি তাই,
লখীন্দর হাঁটু মুড়ে বসে আছে তোমার দাওয়ায়,"[৭৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের নায়িকা ফুল্লরাকে রফিক নিছক বাঙালি বউ হিসেবে কবিতায় ঠাঁই দিয়েছেন। ফুল্লরা-কালকেতুর সংসার দারিদ্র্যক্লিষ্ট। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। বাংলার সাধারণ প্রান্তিক মানুষদের দুঃখ-দারিদ্যক্লিষ্ট জীবনের বাস্তবতা নিরূপণে মৈমনসিংহ-গীতিকার পালা থেকে কাব্যোপকরণ সংগ্রহ করেছেন। নদ্যার ঠাকুর ও মহুয়ার ট্রাজেডির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে বাঙালির দুঃখ দুর্দশার স্বরূপ। 'দোমাটির মুখ' শীর্ষক কবিতায় *মনসামঙ্গল* কাব্যের বেহুলা আর *মৈমনসিংহ গীতিকা*'র মহুয়াকে একসুতোয় বেঁধেছেন।

"নদীপাড়ি, এলোচুল বসে আছে বেহুলা মহুয়া
তুই না আমার ছোট বোন, ফিরে এলি,
না রে দিদি, সে কথা নিয়তি লেখে নাই;
দুইজনের শাড়ি বেয়ে ভিজে উঠছে বাংলাদেশ
তুই না ভাসালি ভেলা, তারপর কী যে হলো,
আর তুই ঝুলে রইলি বিষলক্ষ্যা ছুরির ডগায়।"[৭৯]

মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় সত্যবতী কাহিনি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রসঙ্গ এসেছে। বসুরাজের কন্যা সত্যবতী মাঝি সম্প্রদায়ের কাছে লালিত পালিত হন বলে যমুনা নদীতে খেয়া পার করতেন। রফিকের কবিতায় নৌকার পাটাতন প্রসঙ্গে শ্রমজীবিনী নাইয়া সত্যবতী পুরাণের ব্যবহার নদীবাহিত জীবনের ইঙ্গিত প্রদান করে। রফিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট চরিত্রগুলোকে তাঁর কবিতার নির্মিতিতে প্রয়োগ করেছেন। রফিকের কবিতায় চরণভুক্ত ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) সৃষ্ট চরিত্র কুবের কপিলা-শশী-হারান এক অনন্যমাত্রা সংযোজন করেছে কবিতার অবয়বে। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কপিলার নামানুসারে একটি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছেন। *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের চরিত্র শশী-কুসুম-হারান বসবাস যে গ্রামে তার নাম গাওদিয়া। উক্ত নামেও রফিকের একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। *গাওদিয়া* কাব্যে কুবের-কপিলার দারিদ্র্যের-সংগ্রামের চিত্র কবিতায় এঁকেছেন এভাবে:

ক. হ একখান গীত ক। হিম হাড় কাঁপানো জারের
ঘরেতে পোয়াতী বউ, পোলা-মাইয়া কী করুম ক, না
নিজে গো জোটেনা খাওন।[৮০]

খ. খেতের ওপারে খেত জলাশয়ে কঁকিয়ে কঁকিয়ে দুর্লক্ষ্য জলের বন্দী
নিয়তির কুবের কপিলা[৮১]

বাংলাসাহিত্যের এক অনন্য বিস্ময় মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য*। যদিও এর আখ্যান বাল্মীকির *রামায়ণ* থেকে নেওয়া এবং বলাবাহুল্য পাঠক রামায়ণের রসের বিপরীত রস আস্বাদন করেন এই কাব্য পাঠে তথাপি পাঠকের রসভঙ্গ হয় না। এর কারণ মাইকেলের কবি প্রতিভা। যে প্রতিভা বাল্মীকির সমতুল্য। তাই একই আখ্যান ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বিপরীত রসের আস্বাদ নেওয়ার পরেও পাঠক বিব্রত বা হতাশ হন না বরং মুগ্ধ এবং চমৎকৃত হন। বহুকালের এই সিদ্ধরসকে ভাঙার মতো কবি প্রতিভা ছিল মধুসূদনের তাই তিনি *মেঘনাদবধ কাব্য*- এর মতো অনন্য সৃজনশীল এক কাব্য সৃষ্টি করে পাঠকের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু রফিক এই ক্ষেত্রে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছেন। মানিকের *পুতুল নাচের ইতিকথা* বা *পদ্মা নদীর মাঝি*- এর কালজয়ী সিদ্ধরসকে ভাঙার মতো প্রতিভা তিনি প্রদর্শন করতে পারেন নি। মানিকের আখ্যান বা চরিত্রের নব রূপায়ণ তো হয়নি বরং সিদ্ধরসের অপব্যবহারে পাঠকের রসভঙ্গ হয়েছে। পাঠক হয়েছেন হতাশ, পলে পলে পাঠক মানিকের সৃষ্টির স্মৃতি-রোমন্থন করেছেন।

নদীতীরবর্তী গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক। বাড়ির হর্তাকর্তা তারাই। ঘরে স্ত্রী নারীরা মানবেতন জীবনযাপন করে। *কীর্তিনাশা* কাব্যের 'ঊ' শীর্ষক কবিতায় কবি চিরায়ত মাতৃত্বের স্বরূপটি উন্মোচন করেছেন। 'এ' শীর্ষক কীবতায় নারীর বৃত্তাবদ্ধ জীবন অঙ্কিত হয়েছে পরম যত্নে। কবিতাটিতে দুশ্চরিত্র পিতা-পুত্রের কুকীর্তি শাশুড়িকে উদ্দেশ্য করে বৌয়ের জবানিতে বিধৃত হয়েছে। 'ঐ' শীর্ষক কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সংসার জীবনে নারীর অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছি। আটপৌরে গ্রামীণ জীবনে নারীর কর্মব্যস্ততা, জীবনযাপন এভাবে কবিতায় ধরা পড়ে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক. মার কোনো বর্তমান ভবিষ্যৎ নেই
শুধুমাত্র রয়েছে অতীত, তাই নিয়ে কান্নাকাটি। [৮২]

খ. ওর বাবা তাও ও এই এক আধটু মদ-ভাঙ-গাঁজা
নেশা ছিল, মেয়ে মানুষের দোষ তাও কিছু কিছু
সারা রাত ছেলেটাকে কোলে নিয়ে কেঁদেছি আমিও।[৮৩]

গ. কে আর কইবে এতো দুশ্চিন্তার ভার, রান্নাবান্না;
কেউ এলে আপ্যায়ন, সময় সে কাটে না সহজে; [৮৪]

এ বাংলার শ্রমজীবী মানুষ কখনো কোনো `vwi`ª¨ বা জীবনযন্ত্রণার কাছে মাথা নত করেনা। উঠে দাঁড়াতে চায় ঋজু ভঙ্গিমায়, আপন উচ্চারণে, জীবনের Zvrch©gq চেতনার আঁধারে যে ইতিহাস-HwZn¨, যে চেতনা-মনন তা বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতির অংশ। গ্রাম বাংলার ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের জীবনকথার অন্তরঙ্গ রূপায়ণে রফিকের কবিতা হয়ে উঠেছে বিপুল মানুষের জীবনদর্পণ। সমালোচক বলেন –

> "...আবার একইরূপে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের শোষণ, স্বেচ্ছাচারিতা যেমন আছে তেমনি চিরায়ত স্পন্দমান জীবনও আছে। এমন সমান্তরাল সমাজ AwfÁZv †gvnv¤§` iwd‡Ki KweZvi welq| GLv‡b Kwei cÖZ¨ÿ সামূহিক AwfÁZvi সঙ্গে যুক্ত হয় পঠনের DrKxY© মনন শক্তি। ফলে আঙ্গিকটি পায় আধুনিক অবমুক্ত মাত্রা।"[৮৫]

তিরিশের পর বাংলা কাব্যসাহিত্যে এখন পর্যন্ত উজ্জ্বল দশক ষাট। অবশ্য ষাটের দশকটি দ্বিবিধ প্রজন্মের মেধাশাসিত পরীক্ষা নিরীক্ষা, কর্ষণে-বপনে আপন মৃত্তিকায় ফলপ্রদায়ক। ষাটের কবিতার ফলোন্মুখ আবির্ভাবের একটি উজ্জ্বল নাম মোহাম্মদ রফিক। মাটি সংলগ্ন শিকড়ঘেঁষা মানসিকতা তাঁর লেখক চৈতন্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মাটি-মাখা শ্রমজীবী মানুষ এবং মৃত্তিকার গন্ধভরা মানুষীর প্রতি মোহাম্মদ রফিকের কবিতার বিশেষ আকর্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশাল ক্যানভাসে নদীপাড়ের বৃত্তান্ত রূপময় পঙক্তিমালায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। বাঙালি জাতির যুগযুগের সংগ্রামশীলতা ও শক্তিমত্তার সবচেয়ে উজ্জ্বল উপমা রফিক খুঁজে পেয়েছেন এদেশের শ্রমজীবী মানুষের দুর্মর জীবন সংগ্রামের মধ্যে। তাঁর কবিতার পঙক্তিগুলো যেন অনিবার্যভাবে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম-ঘাম-কল্পনা-স্বপ্নের সঙ্গে মিলে মিশে শিল্পের এক স্বতন্ত্র নন্দনতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। কবিতায় থাকতে হয় ভাব (mood), আর প্রকাশের সামঞ্জস্যতা, গণমানুষের ভাব-ভাবনার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধতা এবং পুরাণ-ইতিহাস-ঐতিহ্যচেতনা যা মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় পঙক্তির নির্মাণ-বিন্যাস-বিস্তার এ অনন্য। দারিদ্র পীড়িত নদীতীরবর্তী মানুষের প্রতি কবির একটি দরদের জায়গা ছিল। সেই দরদী চেতনার দ্বারা নির্মিত জীবনকথা তাঁর কবিতাসমূহ। নদীতীরবর্তী সংগ্রামী মানুষদের উত্তাপজর্জর জীবন ভর করেছিল কবির হৃদয়ে ও চোখে। শ্রেণিবৈষম্য, সামাজিক জটিলতা, অস্তিত্ব সংকট, সাম্প্রদায়িক বিভেদ-কলহ উত্তাপজর্জর পরিণতির গুণে রফিকের কবিতা সমৃদ্ধ ও জীবন্ত বাংলার নদীবিধৌত বেদনাযন্ত্রণাঘন মানুষের সময়ের সন্ধিকে কবিসত্তার নিরন্তর ভাবোচ্ছ্বাস, স্মৃতি, দর্শন, উপলব্ধির সাথে সমীকৃত করেছেন মোহাম্মদ রফিক।

Reference:

১. মার্কস, কার্ল, এঙ্গেলস, ফ্রেডরিখ: 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতিহার', ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অক্টোবর ২০০১, পৃ. ৩০
২. মাওলা, আহমেদ, 'চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ' বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ২৭
৩. হান্নান, মোহাম্মদ, 'বাংলা সহিত্যে মতাদর্শ বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব', বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ০৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. আল-জোবায়ের, মো, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প: প্রসঙ্গ শ্রেণিদ্বন্দ্ব' সাহিত্য পত্রিকা; বর্ষ: ৫৮ সংখ্যা ১-২, ফাল্গুন, ১৪২৯, পৃ. ১৮১
৫. Shahidullah, Muhammad, 'Buddist Mystic Song' Mowla Brother, 1960, Page. 48
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ২২শ খণ্ড, পু.মু. বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৮৫, পৃ. ৫৮
৭. নজরুল ইসলাম, কাজী, 'নজরুল রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২৮০
৮. তদেব, পৃ. ১১০
৯. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, 'শ্রেষ্ঠকবিতা' আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৯৪, পৃ. ২৩
১০. দে, বিষ্ণু, 'কবিতা সমগ্র' প্রথম খণ্ড; (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পবিত্র সরকার সম্পাদিত) আনন্দ পাবলিশার্স লি: কলকাতা ১৯৮৯, পৃ. ১৭৬
১১. মিত্র, অরুণ, 'কাব্য সমগ্র' প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৫
১২. দাস, দীনেশ, 'দিনেস দাসের কাব্যসমগ্র', মনীষা, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ. ১৭
১৩. সেন, সমর, 'গৃহস্থ বিলাপ' তিনপুরুষ, অনুষ্টুপ সংস্করণ, অনুষ্টুপ, ১৯৮৯, পৃ. ২১
১৪. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'কবিতা সংগ্রহ-১', সুবীর রায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২২
১৫. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, 'কবিতা সংগ্রহ-১' ১৯শ মুদ্রণ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ৬১
১৬. রফিক, মোহাম্মদ, 'কবিতাসমগ্র' প্রথম খণ্ড, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭৪
১৭. হক, মামুদুল, 'বাংলাদেশের কবিতায় নন্দনতত্ত্ব', বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৫০
১৮. ইকবাল, শহীদ, 'বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস (১৯৪৭-২০০০)', রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫১
১৯. রেজা, তারেক, 'কবিতাকালের কণ্ঠস্বর' গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা:) লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৮৪-৮৫
২০. সেন, অরুণ, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা' প্রতিক্ষণ পাবিলকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২১
২১. জলদাস, হরিশংকর, 'নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন' বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ৪৬
২২. রফিক, মোহাম্মদ, 'কবিতা সমগ্র' প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
২৩. তদেব, পৃ. ২৫৫
২৪. তদেব, পৃ. ১৯০
২৫. তদেব, পৃ. ১৪৮
২৬. তদেব, পৃ. ১৪৯
২৭. তদেব, পৃ. ২৬০
২৮. রফিক, মোহাম্মদ, কবিতাসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ইত্যাদি প্রকাশ, ৩৮/৩, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২২৮
২৯. তদেব, পৃ. ১৭০
৩০. তদেব, পৃ. ৫০
৩১. তদেব, পৃ. ৫১
৩২. তদেব, পৃ. ৭৪
৩৩. তদেব, পৃ. ৬০
৩৪. তদেব, পৃ. ৩৮
৩৫. তদেব, পৃ. ৪৯
৩৬. তদেব, পৃ. ৭৪
৩৭. তদেব, পৃ. ১৩৫
৩৮. তদেব, পৃ. ১৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩৯. তদেব, পৃ. ৫০
৪০. তদেব, পৃ. ১২৮
৪১. তদেব, পৃ. ১৩০
৪২. মামুন, মুনতাসীর, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ পৃ. ১৪
৪৩. তদেব, পৃ. ১৫
৪৪. তদেব, পৃ. ৪০
৪৫. তদেব, পৃ. ৪৬
৪৬. তদেব, পৃ: ৫১
৪৭. তদেব, পৃ. ৫৭
৪৮. তদেব, পৃ. ৫৭
৪৯. তদেব, পৃ. ৫৮
৫০. তদেব, পৃ. ৫৮
৫১. তদেব, পৃ. ৬৬
৫২. তদেব, পৃ. ৫০
৫৩. তদেব, পৃ. ৭৩
৫৪. তদেব, পৃ. ৯৫
৫৫. তদেব, পৃ. ১৩৭
৫৬. তদেব, পৃ. ১৪২
৫৭. তদেব, পৃ. ২৫৯
৫৮. তদেব, পৃ. ২১৯
৫৯. তদেব, পৃ. ২৯৮
৬০. তদেব, পৃ. ৫১
৬১. তদেব, পৃ. ৬৮
৬২. তদেব, পৃ. ৭৭
৬৩. তদেব, পৃ. ৮৯
৬৪. তদেব, পৃ. ১০৫
৬৫. তদেব, পৃ. ১০৬
৬৬. তদেব, পৃ. ১৪৫
৬৭. তদেব, পৃ. ১৪৫
৬৮. তদেব, পৃ. ৫৬
৬৯. তদেব, পৃ. ৫৬
৭০. তদেব, পৃ. ২৭০
৭১. তদেব, পৃ. ৩০৮
৭২. তদেব, পৃ. ১৭-১৮
৭৩. তদেব, পৃ. ৪৬
৭৪. তদেব, পৃ. ৪৭
৭৫. তদেব, পৃ. ৭১, ৭২
৭৬. তদেব, পৃ. ১০৬

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭৭. তদেব, পৃ. ১২৯
৭৮. তদেব, পৃ. ২৮৭
৭৯. তদেব, পৃ. ৬৪
৮০. তদেব, পৃ. ২৫৩
৮১. তদেব, পৃ. ১২৪
৮২. তদেব, পৃ. ৭০
৮৩. তদেব, পৃ. ৭০
৮৪. তদেব, পৃ. ৭১
৮৫. ইকবাল, শহীদ, 'বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস (১৯৪৭-২০০০) রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫১